অপহরণ মামলায় বি.বাড়িয়া

জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি

গ্রেফতার : শহরে উত্তেজনা

ঢাকা-সিলেট সড়ক অবরোধ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সংবাদদাতা

অপহরণ মামলায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুল হক ভূইয়াকে (বৃহস্পতিবার) গভীর রাতে সদর থানা পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এ ঘটনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। গতকাল (শুক্রবার) শত শত ছাত্রলীগ নেতাকর্মী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কের ভাদুঘর এলাকায় বিরোধ সৃষ্টি করে। শহরের টিএ রোড, ভাদুঘরসহ বিভিন্ন স্থানে রাস্তায় টায়ার পুড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। গত বৃহস্পতিবার রাত ১২টায় সদর এএসপি সার্কেল নাজমুল হাসান ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেজাউল করিমের নেতৃত্বে একদল পুলিশ শহরের টিএ রোড এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে। অপহরণ মামলাটি ২৮ জুন সদর থানায় দায়ের করে ছাত্রলীগ নেতা মাসুম। মাহমুদ গ্রেফতার প্রতিবাদে বিক্ষোভকারীরা গতকাল শুক্রবার সাকালে মিছিল নিয়ে সদর থানার দিকে আসতে চাইলে পুলিশ তাদের বাধা প্রদান করে। পুলিশী বাধায় এ সময় তারা পিছু হটে টিএ রোডে অবস্থান নেয়। তখন সড়কে অবরোধ সৃষ্টি করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, এসময় কয়েকটি রিক্সা ভাঙচুরের শিকার হয়। তাৎক্ষণিকভাবে আতঙ্কের সৃষ্টি হলে টিএ রোডের ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ করে দেন। দুপুরের দিকে কতিপয় নেতাকর্মী কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কের ভাদুঘরে রাস্তায় গাছ ফেলে ও টায়ার জ্বালিয়ে সড়কটি বন্ধ করে দেয়। পুলিশ সুপার মোখলেছুর রহমান জানান, অপহরণ মামলায় তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার তাকে কোর্টে প্রেরণ করা হলে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এনামুল হক মশু মিয়া তাকে জেলহাজাতে প্রেরণের নির্দেশ দেন। সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেজাউল করিম জানান, শহরের পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণাধীন। এদিকে ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদুল হক ভুইয়া গ্রেফতারের ঘটনায় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে এখনও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

আলোর ইশারা

পটিয়ার এজাহারের মৎস্য

বিপ্লব : স্বাবলম্বী হল অর্ধশত শ্রমিক পরিবার

এস কে এম নূর হোসেন, পটিয়া থেকে

এদেশে এ সময় নদী নালা, খাল-বিল, হাওর, বাঁওড় ইত্যাদিতে মাছে পরিপূর্ণ ছিল। মাছ আর ভাত বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। তাই বলা হয়। মাছে ভাতে বাঙ্গালী। বর্তমানে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থের কারণে দিন দিন মাছের বংশবিস্তার লোপ পাচ্ছে। লোকজন যেখানে খাদ্যের উপাদান আমিষের চাহিদা থেকে দৈনন্দিন বঞ্চিত হচ্ছে। সেখানে আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য মৎস্য চাষে বিপ্লব ঘটিয়েছে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার এম এম এজাহার। স্কুল জীবন থেকে মাছের প্রতি এজাহারের ছিল অন্যরকম অনুরাগ। তখন থেকে সে টিনি পুকুরে মাছ চাষ করত। ১৯৮৬ সালে এসএসসি পাস করার পর এজাহার কলেজে ভর্তি হয়। তখন থেকে সে একটি কর্ম সৃষ্টি করার জন্য পরিকল্পনা করতে থাকে। অবশেষে শিক্ষিত বেকার আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচী অধীনে যুব উন্নয়ন অধিদফতর থেকে এজাহার মৎস্য চাষের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। যুব উন্নয়ন অধিদফতর মৎস্য চাষের জন্য এজাহারকে ঋণ দিতে চাইলে সে রাজি হননি। পটিয়া

উপজেলার কচুয়াই ইউনিয়নের পারিগ্রামের অধিবাসী এজাহারের বাবা মরহুম মোঃ ইব্রাহীম এলাকার একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিলেন। বাবার নিকট থেকে এজাহার মৎস্য চাষের জন্য টাকা চাইলে তার বাবা তাকে ২ লাখ টাকা দেয়। এজাহার দুটি পুকুর বন্ধক নিয়ে সেখানে মৎস্য চাষ শুরু করে। তার এই মৎস্য প্রকল্পের নাম দেয় 'হযরত ওয়াশিল ফকির মৎস্য উন্নয়ন হ্যাচারী'। এতে দু'বছরের মধ্যে মাছ বিক্রয় করে এজাহার ৩ লাখ টাকা লাভ করে। তখন থেকে এজাহারকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। তার একের পর এক সাফল্য আসতে থাকে। ১৯৮৮ ও ৯০ সালে এজাহার দুই বার জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ মৎস্য চাষী পুরস্কার লাভ করে। এতে তার উৎসাহ আরো বৃদ্ধি পায়। তার দুইটি পুকুর থেকে আটটি পুকুর উন্নীত হয়। অবশেষে মৎস্য উৎপাদনে শ্রেষ্ঠ মৎস্য চাষী হিসেবে এজাহার জাতীয় পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়। ১৯৯২ সালে ওসমানী মিলনায়তনে ও ২০০৫ সালে চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র থেকে দুইবার এজাহার সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছ থেকে জাতীয় পুরস্কার গ্রহণ করে। এর মধ্যে মৎস্য উৎপাদনে সে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রায় ১০টি পুরস্কার লাভ করে। বর্তমানে এজাহার ১৬টি পুকুরে মৎস্য উৎপাদন করে আসছে। সে বড় মাছ উৎপাদন ছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতীর মাছের পোনা ও রেণু উৎপাদন করে থাকে। তার উৎপাদিত মাছের পোনা ও রেণুর মধ্যে রয়েছে রুই, মৃগেল, কাতলা, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, সরপুঁটি, মাগুর, পাঙ্গাশ, থাইল্যান্ড কৈ, দেশী মাগুর, হাইব্রিড মনোসেক্স তেলাপিয়া, নাইলেটিকা, ব্রিগ হেড ইত্যাদি। তাদের উৎপাদিত মাছগুলো একটি ৮-১০ কেজি ওজনের হয়ে থাকে। তার উৎপাদিত পোনা ও রেণু দেশের বিভিন্ন জেলা উপজেলার পাইকাররা এসে নিয়ে যায়। সে বছরে প্রায় ১ কোটি টাকার মাছ উৎপাদন করে বলে সে জানায়। বর্তমানে তার খামারে ৫০ জন শ্রমিক চাকরি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে।

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ১০ তালিবান নিহত

ইনকিলাব ডেস্ক

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের তালিবান ঘাঁটি লক্ষ্য করে গত শুক্রবার ব্যাপক মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এ ঘটনায় কমপক্ষে ১০ জন তালিবান নিহত ও বহু সংখ্যক আহত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পাকিস্তানী নিরাপত্তা কর্মকর্তারা গতকাল একথা জানান। সূত্র : এএফপি ও বিবিসি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে পাকিস্তানের একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা বলেন, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের দু'টি স্থানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে মার্কিন বাহিনী। এর মধ্যে জঙ্গীদের একটি গোপন প্রশিক্ষণ ঘাঁটি এই হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল বলে মার্কিন বাহিনীর পক্ষে দাবী করা হয়েছে। এলাকাটি আফগান সীমান্তবর্তী এবং পাকিস্তানের শীর্ষ তালিবান নেতা মোল্লা মেহসুদ এ এলাকার নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। গত আগস্টের পর পাকিস্তান বাহিনীর পাশাপাশি মার্কিন বাহিনী ঐ এলাকায় ৩৫ বারেরও বেশী হামলা চালিয়েছে এবং প্রায় ৩৪০ জনকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পাকিস্তানী কর্মকর্তা আরো জানান, আমরা হতাহতের ঘটনা যাচাই করে দেখছি।

পাকিস্তানের আরেকজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা বলেন, তালিবান কমান্ডার নূর ওয়ালীর ঘাঁটিতে তিনটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়। এতে অনেকে হতাহত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর এক কর্মকর্তা বলেন, এটা ছিল মার্কিন চালকবিহীন বিমান হামলা। এ ঘটনায় কোন পাকিস্তানী বিমানের অংশগ্রহণ ছিল না।

চলতি মাসেই ঘোষণা হবে ঢাকা মহানগর বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনগুলোর কমিটি

রফিক মুহাম্মদ

বিএনপি সারাদেশে জেলা আহবায়ক কমিটি ঘোষণার পর এবার দলের সহযোগী ও অঙ্গ সংগঠনগুলো পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেছে। ইতোমধ্যে গত বুধবার বিএনপি তাদের সহযোগী সংগঠন ছাত্রদলের নতুন কমিটি ঘোষণা করেছে। চলতি সপ্তাহে ঢাকা মহানগর আহবায়ক কমিটি ও যুবদলের কমিটি ঘোষণা করা হবে বলে দলীয় সূত্র জানিয়েছে। এছাড়া জাতীয়তাবাদী কৃষক দল, শ্রমিক দল এবং মহিলা দলের কমিটিও চলতি মাসের মধ্যে ঘোষণা করা হতে পারে। সূত্র জানায়, এসব অঙ্গ সংগঠনের প্রথমে আহবায়ক কমিটি ঘোষণা করা হবে। এরপর আহবায়ক কমিটি কাউন্সিলের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করবে। তবে ছাত্রদলের নতুন কমিটি কাউন্সিলের মাধ্যমে না করে সরাসরি ঘোষণা করায় অন্য অঙ্গ সংগঠনগুলোর কমিটি গঠন প্রক্রিয়া নিয়েও এখন অনেকের মনে সংশয় তৈরী হয়েছে। অনেকে ভাবছেন সারাদেশের ৭১টি সাংগঠনিক জেলায় আহবায়ক কমিটি ঘোষণা করে বিএনপিতে অন্তর্কলহ প্রকট আকার ধারণ করেছে। অঙ্গ সংগঠনগুলোর আহবায়ক কমিটি ঘোষণা করা হলে সেখানেও চরম বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে। তাই আহবায়ক কমিটি ঘোষণা না করে সরাসরি কমিটি ঘোষণা করা হতে পারে এমনটি মনে করছেন অনেকে। তবে যে প্রক্রিয়াতেই কমিটি গঠিত হোক না কেন তাতে থেমে নেই নেতাদের লবিং তদবির। নতুন কমিটিতে জায়গা করে নিতে স্থায়ী কমিটির সদস্যসহ দলের সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে চলছে বিরামহীন যোগাযোগ। এ ব্যাপারে বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন বলেছেন, সারাদেশে দল পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। এরই অংশ হিসেবে অঙ্গ সংগঠনগুলোর নতুন কমিটি গঠনের বিষয়টিও প্রায় চূড়ান্ত। খুব শিগগিরই এসব কমিটিও ঘোষণা করা হবে। বিএনপির অঙ্গ সংগঠনগুলোর মধ্যে জাতীয়তাবাদী যুবদলের কমিটি গঠন প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে। দলীয় সূত্র মতে, চলতি সপ্তাহের যে কোনদিন যুবদলের কমিটি ঘোষণা করা হবে। যুবদলের সর্বশেষ সম্মেলন হয়েছিল ২০০৩ সালে। এতে বরকতউল্লাহ বুলু সভাপতি ও এডভোকেট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে যুবদলের গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করে কমিটির মেয়াদকাল বৃদ্ধি করে তিন বছর করা হয়। তারপরও গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যথাসময়ে যুবদলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি। দীর্ঘ ছয় বছর পর আবার নতুন কমিটি ঘোষিত হতে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ নতুন মুখ নিয়ে এবার যুবদলের নতুন কমিটি ঘোষিত হচ্ছে বলে জানা গেছে। আহবায়ক কমিটি হলে ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানিকে আহবায়ক এবং ছাত্রদলের সাবেক আরেক সভাপতি হাবিব উন নবী খান সোহেলকে যুগ্ম আহবায়ক করে কমিটি ঘোষিত হতে পারে। সরাসরি কমিটি ঘোষিত হলেও যুবদলের নতুন সভাপতি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি এবং সাধারণ সম্পাদক হাবিব উন নবী খান সোহেল হচ্ছেন এমনটিই শোনা যাচ্ছে। নতুন কমিটিতে বর্তমান কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কেউই থাকছে না। অন্যদিকে যুবদলের বর্তমান সাংগঠনিক সম্পাদক খায়রুল কবীর খোকন নরসিংদী জেলা বিএনপির আহবায়ক হওয়ায় যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে তাকে ভাবা হচ্ছে না বলে সূত্র জানিয়েছে। যুবদলের পাশাপাশি চলতি সপ্তাহে ঢাকা মহানগর বিএনপির আহবায়ক কমিটিও ঘোষিত হবে। বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ঢাকা মহানগর বিএনপির আহবায়ক হিসেবে সাদেক হোসেন খোকাকে মনোনীত করেছেন। খোকাকে আহবায়ক করে এ সপ্তাহের যে কোনদিন ঢাকা মহানগর বিএনপির আহবায়ক কমিটি ঘোষণা করা হবে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কয়েকজন কমিশনার যুগ্ম আহবায়ক থাকছেন সেই সাথে তরুণ আইনজীবী ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন অসীমও যুগ্ম আহবায়ক হিসেবে থাকতে পারেন। বিএনপির অঙ্গ সংগঠন জাতীয়তাবাদী কৃষক দলেরও নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি এ মাসের মধ্যে ঘোষিত হবে। কৃষক দলের সর্বশেষ কমিটি সাত বছর আগে গঠিত হয়েছিল। বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, সর্বশেষ ২০০২ বা ২০০৩ সালে গঠিত হয়েছিল। তখন মাহাবুবুল আলম তারা সভাপতি ও শামসুজ্জামান দুদু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এরপর মাহাবুবুল আলম তারা আওয়ামী লীগে যোগদান করলে দলের সিনিয়র সহসভাপতি মজিবুর রহমান ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হন। তিনি মারা যাওয়ায় ২০০৮ সাল থেকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলের হাইকমান্ডের নেক নজরে আছেন। তাকে বিএনপির দেলোয়ার পরবর্তী মহাসচিব হিসেবে অনেকে ভাবছেন। এ ক্ষেত্রে কৃষক দলের আহবায়ক হিসেবে তাকে নাও দেখা যেতে পারে। বর্তমান সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান দুদুকে আহবায়ক করে নতুন কমিটি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। বিএনপির অঙ্গ সংগঠন জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের আহবায়ক কমিটি গঠিত হয়েছিল দীর্ঘ এক যুগেরও আগে। ১৯৯৬ সালে দলের চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার বড় বোন খুরশিদ জাহান হককে আহবায়ক করে কমিটি গঠন করা হয়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি আহবায়কের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জীবিত থাকাকালে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করতে পারেননি। বর্তমানে মহিলা দলে তিনটি গ্রুপ বেশ শক্তিশালী এবং সক্রিয় রয়েছে। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান বেগম সারোয়ারী রহমান, যুগ্ম মহাসচিব সেলিমা রহমান এবং মহিলা দলের নেত্রী রাবেয়া সিরাজ এই তিনটি গ্রুপের নেতৃত্বে রয়েছেন। এ অবস্থায় মহিলা দলের আহবায়ক হিসেবে সেলিমা রহমান এবং মহানগর মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক শিরিন সুলতানার নাম শোনা যাচ্ছে। বিএনপির অঙ্গ সংগঠন জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি হিসেবে একযুগ ধরে রাজত্ব করছেন নজরুল ইসলাম খান। তার বিকল্প হিসেবে অন্য কোন নেতা তৈরী তিনি নিজেই করেননি। এবারও শ্রমিক দলের আহবায়ক তাকেই করা হতে পারে। তবে বিকল্প হিসেবে দলের যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমানের নামও শোনা যাচ্ছে।

সাদ্দামকে জিজ্ঞাসাবাদের টেপ প্রকাশ

আরবদের সব সমস্যার মূলে ইসরাইল

ইনকিলাব ডেস্ক

ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের জিজ্ঞাসাবাদ সংক্রান্ত একটি গোপন টেপ প্রকাশ করেছে মার্কিন তদন্তকারী কর্মকর্তারা। এতে সাবেক ইরাকী নেতার ব্যক্তিগত বহু বিষয় ও ঐতিহাসিক বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। সাদ্দামকে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই'র তৈরী করা রিপোর্টটি গত বুধবার প্রকাশ করা হয়। ২০০৪ সালে এফবিআই'র তত্ত্বাবধানে সাদ্দাম মার্কিন হেফাজতে থাকাকালীন এটি ধারণ করা হয় এবং ব্যক্তিগত তথ্য অধিকার আইনের অধীনে টেপটি প্রকাশ করা হয়েছে। মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট বাহিনীর হাতে আটকের ৯ মাস পর আরবী ভাষী এফবিআই এজেন্ট জর্জ পাইরো সাদ্দাম হোসেনের এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন। যদিও সাক্ষাৎকারটি সেসময়ে এফবিআই'র সঙ্গে সাদ্দাম হোসেনের সাধারণ কথপোকথনের অংশবিশেষ। ২০০৩ সালে গ্রেফতারের পর এফবিআইর স্পেশাল এজেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে প্রায় ২০ বার অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ করেন এবং কমপক্ষে ৫ বার ঘরোয়াভাবে আলোচনায় মিলিত হন। আরবী ভাষায় পারঙ্গম জর্জ পাইরো ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে জুনের মধ্যে বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কারাকক্ষে সাদ্দামের সঙ্গে এসব সাক্ষাৎ করেন। এফবিআইর এই এজেন্টের কাছে তিনি আল কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে তার কোন প্রকার যোগাযোগ থাকার কথা অস্বীকার করেন। এমনকি তিনি বিন লাদেনকে ধর্মোন্মাদ বলেও অভিহিত করেন। এফবিআই রেকর্ড অনুযায়ী সাদ্দাম মনে করতেন সংকটকালে উত্তর কোরিয়া তার সবচেয়ে কাছের মিত্র হবে। ১৯৯১ সালে পারস্য উপসাগরে যুদ্ধের সময় সাদ্দাম ইসরাইলকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার আদেশ দেয়ার দায়ভার গ্রহণ করে বলেন, কেননা তিনি এই বিশ্বাস করেন যে আরবদের সব সমস্যার মূলে রয়েছে ইসরাইল এবং যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ইসরাইলের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। সাক্ষাৎকারে সাদ্দাম তাকে নিয়ে তৈরী হওয়া বেশকিছু ধারণা বাতিল করে দেন। তার মতো চেহারার অনেককে নকল সাদ্দাম সাজিয়ে আত্মরক্ষা করতেন এই ধারণাকে তিনি মিথ্যা আখ্যা দেন। সাদ্দাম হোসেন তার সাক্ষাৎকারে জানান, তিনি জাতিসংঘ পরমাণু অস্ত্র পরিদর্শক দলকে তার দেশে প্রবেশের অনুমতি দিতে এ কারণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন যে, তাহলে প্রতিবেশী বৈরী দেশ ইরান তাদের দুর্বলতা জেনে ফেলবে। কেননা সাদ্দাম হোসেন মনে করতেন ইরান তার দেশের প্রতি মারাত্মক হুমকি।

নিশ্চিত হুমকির মুখে দেশকে নাজুক পরিস্থিতিতিতে দেখতে চাননি বলেই তিনি ইরাকে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র থাকার কথা উল্লেখ করেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সাদ্দাম মনে করতেন এই অঞ্চলের অনেকেই ইরাকের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছে এবং এজন্য ইরাককে অবশ্যই আত্মরক্ষার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। ব্যক্তিগত অনেক বিষয়ের মধ্যে আটক ইরাকী নেতা জিজ্ঞাসাবাদকালে উল্লেখ করেন যে, যতদূর মনে করতে পারেন ১৯৯০ সালের মার্চ মাসের পর তিনি মাত্র দুটি ফোন করেন এবং প্রতিদিন তিনি তার অবস্থান পরিবর্তন করতেন। এছাড়া তিনি আরো জানান, ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে ইরাকের উত্তরাঞ্চলের যে কৃষি খামার থেকে মার্কিন বাহিনী তাকে আটক করে ১৯৫৯ সালে ব্যর্থ অভ্যুত্থানে অংশ নেয়ার পর ঠিক সেখানেই তিনি আত্মগোপন করেন।

এফবিআই'র এই গুরুত্বপূর্ণ দলিলটি যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারী গবেষণা সংস্থা ন্যাশনাল সিকিউরিটি আরকাইভ হাতে পাওয়ার পর তা প্রকাশ করে। ১৯৮০ সালে সাদ্দাম হোসেন ইরানের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে যা ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত চলে। এদিকে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ইরাকের ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্রের কথা বলে যুদ্ধ শুরু করলেও আজো পর্যন্ত সে ধরনের কোন অস্ত্রের সন্ধান ইরাকে মেলেনি। উল্লেখ্য, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের দায়ে ইরাকী আদালতের রায়ে ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। সূত্র : বিবিসি, রয়টার্স।

ত্যাগীদের মূল্যায়ন হবে

দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুলে ছাত্রদলের

সবাইকে জাতীয় স্বার্থে

ঐক্যবদ্ধ হতে হবে -দেলোয়ার

স্টাফ রিপোর্টার

বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন ছাত্রদলের সব নেতাকর্মীকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুলে দেশ ও জাতীর বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, নতুন কমিটি নিয়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ, বেদনা ভুলে একত্রে কাজ করে যান। ত্যাগী নেতাদের অবশ্যই মূল্যায়ন করা হবে। সদ্য ঘোষিত নতুন কমিটির ছাত্রদলের নেতা ও ছাত্রদলের সাবেক নেতাদের নিয়ে গতকাল (শুক্রবার) শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ, দোয়া ও মোনাজাত শেষে তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপি মহাসচিব বলেন, ছাত্রদলের মধ্যে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা থাকলেও কোন দ্বন্দ্ব নেই। দলের চেয়ারপার্সন নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে ছাত্রদলের কমিটি অনুমোদন দিয়েছেন। ছাত্রদলের নতুন কমিটি ঘোষণার মধ্য দিয়ে দল পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেছেন বিএনপি চেয়ারপার্সন। ছাত্রদলের নতুন নেতৃত্ব তৃণমূল থেকে সংগঠনকে শক্তিশালী করবে। মাঠ পর্যায়ে ত্যাগী নেতাদের মূল্যায়ন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ফুল দিতে এসে সদ্য বিলুপ্ত কমিটির সভাপতি আজিজুল বারী হেলাল ও সাধারণ সম্পাদক সফিউল বারী বাবু নতুন কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, নেতৃত্ব নিয়ে কোন প্রতিযোগিতা থাকলে তা আলাপ আলোচনা করে এ বিষয়টি সমাধান করা সম্ভব হবে। বর্তমান ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ছাত্রদলের বিশাল ভূমিকা পালন করতে হবে।

নতুন কমিটির সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু ও সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম খান আলীম ছাত্রদলকে আরো গতিশীল করতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। তারা বলেন, ছাত্রদলের অসংখ্য যোগ্য নেতা আছে যারা দুর্দিনে আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন। সেসব নেতাকে বর্তমান কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করে আমরা একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানাব।

নতুন কমিটির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সম্পর্কে টুকু বলেন, ছাত্রদল ঐক্যবদ্ধ আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণসহ সব ইউনিটের নেতাকর্মীরা জিয়ার মাজারে ফুল দিতে এসেছে।

সকাল থেকেই বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে জিয়ার মাজারে সমবেত হন। দুপুর বারোটার কিছু আগে বিএনপি মহাসচিব মাজারে আসেন। তিনি ছাত্রদলের নতুন ও পুরান নেতাদের নিয়ে মাজারে ফুল দিয়ে দোয়া ও মোনাজাত করেন। এসময় বিএনপি ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ফজলুল হক মিলন নতুন নেতাদের শপথ পড়ান।

নতুন কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম বাবুল, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আমিরুজ্জামান খান শিমুল, সাংগঠনিক সম্পাদক আনিসুর রহমান খোকন ছাড়াও এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিএনপির দফতর সম্পাদক রিজভী আহমেদ, ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শহিদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, হাবিব উন নবী খান সোহেল, শাহাবুদ্দিন লাল্টু, ডাকসুর সাবেক জিএস খায়রুল কবির খোকন, সাবেক ছাত্রনেতা এ বি এম মোশাররফ হোসেন, ঢাকা মহানগর ছাত্রদল উত্তরের সভাপতি এস এম জাহাঙ্গীর, সাধারণ সম্পাদক ইয়াসিন আলীসহ বিভিন্ন ইউনিটের কয়েক হাজার নেতাকর্মী।

আষাঢ়ের বৃষ্টিতে স্বস্তি এলেও

যানজটে নাকাল নগরবাসী

যত্রতত্র খোঁড়াখুঁড়িতে দুর্ভোগ চরমে

স্টাফ রিপোর্টার

আষাঢ়ের বৃষ্টি স্বস্তির পরশ নিয়ে আসার পাশাপাশি ঢাকার মানুষের দুর্ভোগের কারণ হয়ে গেছে। গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে ঢাকার জনজীবনে কিছুটা ছন্দপতন ঘটে। শহরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। আর যত্রতত্র রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির কারণে যেখানে-সেখানে পানি জমে যায়। রাস্তায় পানি জমে যাওয়ায় মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হয়। বিশেষ করে সায়েদাবাদ, যাত্রাবাড়ী, শনির আখড়া, ধোলাইখালসহ ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি চলছে। ফলে বৃষ্টির পানি জমে যাওয়ায় পানিবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। শুধু অপরিকল্পিতভাবে খোঁড়াখুঁড়ি নয়, পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে। ভুক্তভোগীরা বর্ষায় সময় যত্রতত্র রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি না করার দাবি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে বৃষ্টির পর যাতে দ্রুত পানি নিষ্কাষণ সম্ভব হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে একই চিত্র দেখা গেছে।

বাড়ী দখলের অভিযোগ

গীতিআরা পরিবারের সদস্যরা জামিনে

স্টাফ রিপোর্টার

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরীর স্বামী, বিজ্ঞাপনী সংস্থা অ্যাডকমের স্বত্বাধিকারী সাবেক এমপি নাজিম কামরান চৌধুরী, তার মেয়ের জামাই আদিত্য ভাগত ও কামরানের ছোট ভাই মুকিম চৌধুরীকে গতকাল (শুক্রবার) জামিন দিয়েছেন আদালত। বিকাল ৫টা ২৫ মিনিটে মহানগর হাকিম কণিকা বিশ্বাস প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকার মুচলেকায় জামিন দেন। জামিন শুনানির সময় তাদের

কোর্ট হাজতে রাখা হয়। গুলশান থেকে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টায় নজিরবিহীন প্রক্রিয়ায় তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ। এই গ্রেফতার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠছে?

জামিন আবেদনে আসামীদের পক্ষে ব্যারিস্টার জিয়াউর রহমান, শাহ আলম ও মোখলেসুর রহমান বাদল বলেন, মামলাটি জামিনযোগ্য ধারায় করা হয়েছে। এই ধারায় জামিন তাদের একটি অধিকার। আইনজীবীরা বলেন, বাড়ী ভাড়ার চুক্তি নবায়ন না করে বাদী অন্যায়ভাবে তাদের বাড়ী ছেড়ে দিতে বলেন। অথচ তারা আদালতের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে ভাড়া পরিশোধ করে যাচ্ছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট ফ্রান্সিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মাহবুবুল ইসলামের গুলশান-১ নম্বরের বাড়ী দখলের অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার নতুন করে দায়ের করা একটি মামলায় তাদের গ্রেফতার করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। গুলশান থানায় দায়ের করা মামলাটিতে গীতিআরা সাফিয়াকে প্রধান আসামী করে মোট ১১ জনকে আসামী করা হয়েছে। মামলা নম্বর-৭। গীতিআরাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। গতকাল (শুক্রবার) দুপুর সাড়ে ৩টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের সিএমএম আদালতে আনা হয়। গুলশান থানার ওসি কামরুল আলম মোল্লা জানান, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টায় গুলশান একনম্বর এলাকা থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গুলশান থানার এসআই মাসুদ করিম জানান, বাদী মামলার এজাহারে বলেছেন, গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় মামলার আসামীরা খুবই প্রভাবশালী হওয়ার পাশাপাশি তাদের বিভিন্নভাবে ভয় দেখানোর কারণে এতদিন থানায় মামলা দায়ের করতে তিনি সাহস পাননি। কিন্তু এখন পরিবেশ অনুকূল মনে হওয়ায় তিনি মামলা দায়ের করেন। এর আগে ওই বাড়ীটি দখলের অভিযোগে ২০০৭ সালের ১৪ নভেম্বর নাজিম কামরান চৌধুরীসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে মাহবুবুল ইসলামের স্ত্রী ফারহানা ইসলাম একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। কিন্তু তদন্ত কর্মকর্তা অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি বলে প্রতিবেদন দাখিল করায় আদালত গত ১৩ জানুয়ারী মামলাটি খারিজ করে দেন।

রামগতিতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে একই পরিবারের ৪ জনের প্রাণহানি : আহত ১

লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক অফিস

জেলার রামগতি উপজেলার দুর্গম দ্বীপ তেলির চরে গতকাল (শুক্রবার) অগ্নিদগ্ধ হয়ে একই পরিবারের নারী ও শিশুসহ ৪ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। অপর একজন অগ্নিদগ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছে।

স্থানীয় চর গজারিয়া পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মজিবুর রহমান জানান, বদিউল আলমের কাঁচা বসতঘরে আগুন লেগে তার মেয়ে স্বপ্না (১১), ইয়নুর (৯), ছেলে বাদশা আলম (৭) ও শাশুড়ি বিবি ফাতেমা (৭০) অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। অপর ছেলে আবুল কালামকে (১৫) লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চর আবদুল্যাহর ইউপি চেয়ারম্যান আবদুর রব জানান, তেলির চরের অগ্নিকাণ্ডের সময় বদিউল আলম ও তার স্ত্রী মোমেনা খাতুন পার্শ্ববর্তী মেয়ের জামাতার বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। এলাকাবাসীর ধারণা রান্নাঘরের চুলা থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়।

কানের দুলের জন্য

শিশুকে জবাই

করে হত্যা

নাটোর জেলা সংবাদদাতা

নাটোরের লালপুরে সামান্য দুই আনা সোনার দুলের জন্য চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী এক শিশুকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। লালপুর উপজেলার বাকনাই (মাধবপুর) গ্রামের দিনমজুর জাহাঙ্গীরের কন্যা মোমিনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী শাবনূর খাতুন ওরফে শিখা (১১) বৃহস্পতিবার ছাপরা ঘরটিতে একাই ঘুমিয়ে ছিল। গভীর রাতে সিঁধ কেটে দুষ্কৃতকারী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে তার কানে থাকা দুই আনা ওজনের এক জোড়া সোনার দুল ছিঁড়ে নেয়। এ সময় শাবনূরের দুই কান ছিঁড়ে যায়। ধারণা করা হচ্ছে, শাবনূর দুষ্কৃতকারীকে চিনে ফেললে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে জবাই করে হত্যা করে। শাবনূরের পিতা জাহাঙ্গীর জানান, তিনি দিনমজুরের কাজ করতেন। খেজুর গাছ থেকে পড়ে দীর্ঘদিন ধরে তিনি পঙ্গু অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার একমাত্র ছেলে সাহিন (১৫) রাজমিস্ত্রির জোগালের কাজ করে কোনরকমে সংসার চালায়। তিনি জানান, তার সাথে এলাকার কারো বিবাদ নেই। মা সানোয়ারা আহাজারি করতে করতে জানান, তার মেয়ে শাবনূর খুব শান্ত প্রকৃতির ছিল। লেখাপড়ার প্রতি খুবই মনোযোগ ছিল। রাতে ঘুমানোর সময় বালিশের পাশে সব সময় বই থাকত। লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তোরিকুল ইসলাম জানান, সিঁধ কেটে চুরি করতে এসে কানের দুল ছিঁড়ে নেয়ার সময় হয়তো নিহত শাবনূর চোরকে চিনে ফেলে। সেসময় হত্যার ঘটনা ঘটতে পারে। এ ঘটনায় নিহতের চাচা মাজদার রহমান বাদী হয়ে গতকাল শুক্রবার লালপুর থানায় হত্যা মামলা করেছেন।

টঙ্গীতে সেনা সদস্যসহ

৩ প্রতারক গ্রেফতার

টঙ্গী সংবাদদাতা ঃ এক সেনা সদস্যসহ ৩ প্রতারককে টঙ্গী থানা পুলিশ গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে সেনা পোশাক, খেলনা পিস্তল, ধারালো চাকু, ১৫টি মোবাইল সেট, ৬টি সিম, নারায়ণগঞ্জ ভূমি অফিস, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও বিআরটিএসহ বিভিন্ন সরকারী অফিসের ৭টি সীল-মোহর, বিটিভি, চ্যানেল আই, কয়েকটি পত্রিকার পরিচয়পত্র, অসংখ্য ভিজিটিং কার্ড ও বেশ কিছু নগদ টাকা পুলিশ উদ্ধার করেছে। গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে ইকবাল হোসেন সুমন (৩২), পিতা-আবদুল মজিদ, গ্রাম-আশকোনা, দক্ষিণ খান, ঢাকা, মনির হোসেন জুয়েল (৩২), পিতা- শাহজাহান সিকদার ১৫ নং গার্লস স্কুল রোড, আরিচপুর ভরান, টঙ্গী। সেনা সদস্য কর্পোরাল মাহমুদুল হক খান মিল্কী (সেনা নং ৪৩৮৫২৮, আইডি নং ৭০১৫৩৮), পিতা- মৃত সরবিদুল হক মিল্কী, গ্রাম-রায়টটি, ইটনা, কিশোরগঞ্জ। তার কর্মস্থল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর, ঢাকা।

টঙ্গী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জহিরুল হক ইনকিলাবকে জানান, বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে টঙ্গীর স্টেশন রোড থেকে প্রতারক চক্রের এই তিন সদস্যকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এ সময় তাদের দেহ তল্লাশি করে ১টি খেলনা পিস্তল, চাকু, ১৫টি মোবাইল সেট, ৬টি সিম, শিলমোহর ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের পরিচয়পত্রসহ সেনাবাহিনীর পোশাক উদ্ধার করে। ওসি জানান, ইকবাল কখনো র‍্যাব কর্মকর্তা, কখনো থানার এসআই, কখনো সাংবাদিক এবং কখনো পুলিশ কনস্টেবলের পরিচয় দিয়ে প্রতারণা করে আসছিল।

সেনা সদস্য মাহমুদুল হক খান মিল্কীকে ঢাকা সেনানিবাসের সেনা কর্মকর্তাগণ ঐ দিন রাতেই হ্যান্ডকাপ পরিয়ে কোয়ার্টার গার্ডে নিয়ে যান। গতকাল (শুক্রবার) সকালে অন্য দুই প্রতারক ইকবাল ও জুয়েলকে

ছিনতাই ও প্রতারণা মামলায় গাজীপুর কোর্টে পাঠানো হয়েছে।

সময়মতো ওভারহোলিংয়ের অভাব বাঘাবাড়ীর পিডিবির ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ফের বন্ধ।

শাহজাদপুর উপজেলা সংবাদদাতা ঃ সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার বাঘাবাড়ীতে অবস্থিত পিডিবির ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি গত বৃহস্পতিবার দুপুর ২টা থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। কেন্দ্রটির ইঞ্জিনের ভিতরের স্যাফট ভেঙ্গে যাওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। পিডিবির একটি সূত্র বলেছে, সময়মত ওভার হোলিং না করায় স্যাফট ভেঙ্গে যাওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

পিডিবির বাঘাবাড়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সূত্র থেকে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার দুপুরে পিডিবির দুটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের মধ্যে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ইঞ্জিনের ভিতরের একটি স্যাফট ভেঙ্গে যায়। ভেঙ্গে যাওয়ার পর থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বন্ধ হওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্ধ হয়ে গেছে। পিডিবির একটি বিশ্বস্ত সূত্র জানিয়েছে, বিগত সময়ে দায়ীত্বে থাকা ব্যবস্থাপক মোঃ আক্তারুজ্জামান এই কেন্দ্রটি সময়মত ওভারহোলিং করার কাজে হাত দেননি। যে কারণে স্যাফটি ভেঙ্গে গেছে। যদি সময়মত ওভার হোলিং করা হতো তা হলে এটি ভাঙ্গতোনা।

এ বিষয়ে বাঘাবাড়ীর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপক মোঃ আলাউদ্দিন মোল্লা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, ভিতরে স্যাফটসহ বেশ কিছু লোহা লক্কর ভেঙ্গে যাওয়ায় সকল যন্ত্রাংশ খুলে ফেলা হচ্ছে। ইঞ্জিনটি এখনও গরম রয়েছে, যে কারণে খুলতে দেরী হচ্ছে। এই কেন্দ্রটি ৫০ হাজার ঘণ্টা চলার পর ওভার হোলিং করার নিয়ম রয়েছে। কেন্দ্রটি স্থাপনের পর থেকে হোভার হোলিং করা হয়নি। যন্ত্রাংশ খোলার পর আরগন স্ট্রিক দিয়ে ওয়েলডিং করার পর চালু করা হবে। কিছু যন্ত্রাংশ বাইর থেকে আনতে হবে। যে কারণে কয়েকদিন সময় লাগতে পারে।

উল্লেখ্য, পূর্বের ব্যবস্থাপক মোঃ আক্তারুজ্জামান দায়ীত্ব পালন করার সময় তিনি ঠিকমত হোভার হোলিং করেননি। এছাড়াও বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাস বুস্টার চালু না করার বিদ্যুত উৎপাদন কমে যাওয়াসহ বিভিন্ন অনিয়মের কারণে গত বুধবার তাকে পিডিবির বোর্ড কর্তৃপক্ষ সাময়ীক বরখাস্ত করেছে।

এদিকে এই কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জাতীয় গ্রীডে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলো।

অব্যাহত বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে

বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতির আশংকা

যমুনা বাঙ্গালী ইচ্ছামতি সুরমা কুশিয়ারা

মনু খোয়াই ঘুংগুর গোমতী ও মুহুরী নদী পাড়ে আতংক

ইনকিলাব ডেস্ক

অব্যাহত বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতির আশংকা দেখা দিয়েছে। ইতোমধ্যে বন্যা আতংকে যমুনা-বাঙ্গালী, ইছামতি, সুরমা, কুশিয়ারা, মনু, খোয়াই, ঘুংগুর, গোমতী ও মুহুরী পাড়ের মানুষ উদ্বিগ্ন দিন কাটাতে শুরু করেছেন। এসব নদীবিধৌত অঞ্চলে অনেক স্থানে পানি উঠেছে। বন্যা ও ভাঙন আতংকে এসব নদী পাড়ের মানুষ এখন দিশেহারা।

বগুড়া অফিস ঃ অব্যাহত বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের পানিতে যমুনা, বাঙ্গালী, ইছামতিসহ সকল নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। পানি বাড়ার সাথে সাথে নদীর তীরও ভাঙন বেড়েছে। ফলে নদী পাড়ের মানুষের মাঝে আতংক শুরু হয়েছে। তবে সব নদীতে পানি বিপদ সীমার নীচে রয়েছে। দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পর চলতি সপ্তাহে আষাঢ়ে বর্ষণ শুরু হয়েছে। বর্ষার পানি ও পাহাড়ী ঢলের পানি নেমে আসায় নদীর পানি বৃদ্ধি ও জলাশয় খাল-বিল ভরে উঠতে শুরু করেছে।

যমুনা নদীতে পানি বৃদ্ধির ফলে পশ্চিম তীরের অন্তার পাড়া, কামালপুর, হাসনাপাড়া, চন্দনবাইশা পয়েন্টে ধসে গেছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নদীর দূরত্ব এখন ৫ মিটার। তাই এলাকার মানুষ আতংক রয়েছে। কামালপুর স্পারের সামনেও গতকাল ২৫ মিটার নদীতে ধসে গেছে। ফলে স্পার হুমকির মুখে পড়েছে। এছাড়া বাঙ্গালী, ইছামতি নদীর দু'কূলেই ভাঙন বৃদ্ধি পেয়েছে। পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলেও সকল নদীর পানি বিপদ সীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) জানিয়েছে।

সিরাজগঞ্জ জেলা সংবাদদাতা : গত ২৪ ঘণ্টায় সিরাজগঞ্জের কাছে যমুনা নদীর পানি ৪৭ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে বাঁধভাঙা থাকায় জেলার শাহজাদপুর, এনায়েতপুর থানা এবং বাঁধের বাইরের কাজীপুর বেলকাচ, চৌহালা বন্যার কবলে পড়তে শুরু করেছে। এসব এলাকার কাউন, তিল, রোপা ধান ডুবে যাচ্ছে। পানি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলার নিম্নাঞ্চলে বাড়ীঘর প্লাবিত হচ্ছে। উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল এবং বৃষ্টিজনিত কারণে জেলার বন্যা পরিস্থিতি মারাত্মক অবনিত আশংকা করা হচ্ছে। এদিকে পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে পাড়ের ভাঙন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। নদীর পাড়ের মাটি দাপড়ে আছড়ে পড়ছে। পানির গতির সাথে পাল্লা দিয়ে ভাঙনের তীব্রতাও বাড়ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫টি উপজেলা নদী তীরবর্তী এলাকায় ২ শতাধিক বাড়ীঘর নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে।

সিলেট অফিস ঃ অব্যাহত বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে সিলেটের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। সুরমা, কুশিয়ারাসহ ৭টি নদীর পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্র জানিয়েছে। বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকলে এ অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এরই মধ্যে সিলেট বিভাগের চার জেলার ১৫টি উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ব্যাপক ফসলহানি ও ঘরবাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে, সিলেটের গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ, জৈন্তাপুর, জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজার ও গোলাপগঞ্জ, সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার, বিশ্বম্ভরপুর, তাহিরপুর, জামালগঞ্জ, ধর্মপাশা, দিরাই ও শাল্লা, হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ ও লাখাই এবং মৌলভীবাজার জেলার জুড়ি ও কুলাউড়া উপজেলা। এসব উপজেলার বেশ কয়েকটি এলাকার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ায় হাজার হাজার পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন। বিভিন্ন এলাকায় রাস্তাঘাট পানির নীচে তলিয়ে যাওয়ায় সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কয়েকটি স্থানে সুরমা, কুশিয়ারা, মনু ও খোয়াই নদীর প্রতিরক্ষা বাঁধও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বর্ষণের ফলে সিলেটের ভোলাগঞ্জ, জাফলং ও বিছনাকান্দি কোয়ারিতে পাথর উত্তোলন বন্ধ রয়েছে। এছাড়া হবিগঞ্জে

কুশিয়ারা নদীতে ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকাডুবিতে প্রাণ হারিয়েছেন ৩জন।

সিলেট আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, গতকাল (শুক্রবার) সকাল ৬ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত ৬৮ দশমিক ৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। এভাবে বর্ষণ অব্যাহত থাকলে বন্যা হওয়ার আশঙ্কা করছেন সিলেটের আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা।

দোয়ারাবাজার উপজেলার লক্ষীপুর ইউনিয়নের খাসিয়ামারা নদীর বেড়িবাঁধ ঢলের পানিতে ভেঙে যাওয়ায় ১০/১২টি বসতঘর ভেসে গেছে। ওই এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ৫০টি পরিবার স্থানীয় দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় নিয়েছেন। বিশ্বম্ভর উপজেলার সালুকাবাদ ইউনিয়নের আদাং এবং জকিগঞ্জ উপজেলার বড়চালিয়া গ্রামসহ তিনটি জায়গায় কুশিয়ারা নদীর বেড়ী বাঁধের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জকিগঞ্জের ইউএনও আব্দুল হাই আল মাহমুদ জানিয়েছেন, ফাটল দেখা দেওয়া বাঁধ মেরামতের চিন্তাধারা চলছে। গোয়াইনঘাট উপজেলার সারি-গোয়াইনঘাট রাস্তা তলিয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ওই সড়ক দিয়ে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। আলীর গাঁও, নন্দীরগাঁও, তোয়াকুল ও লেঙ্গুড়া ইউনিয়নের ৩০ টি গ্রামের মানুষ পানি বন্দী হয়ে পড়েছেন। গোয়াইনঘাট উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল হাকিম চৌধুরী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে বন্যা দুর্গতদের জন্য সরকারের সহযোগিতা চেয়েছেন।

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ, জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট উপজেলার বেশ কয়েকটি এলাকার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ায় শ' শ' পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। ফলে আউশ ধানের ব্যাপক ক্ষতির আশংকা দেখা দিয়েছে।

জৈন্তাপুর উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের অন্তত ৩০ টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। বন্যা কবলিত ইউনিয়নগুলো হচ্ছে, নিজপাট, চিকনাগুল, জৈন্তাপুর, ফতেহপুর ও দরবস্ত ইউনিয়ন। দরবস্ত-গর্দনা রাস্তা ২ ফুট পানির নীচে রয়েছে। সারিঘাট ও শ্রীপুরে পাথর উত্তোলন বন্ধ হয়ে পড়ায় অনেক শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছে।

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার প্রায় ১০টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান তৈয়বুর রহমান। ওই উপজেলার পিয়াইন ও ধলাই নদীর পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে।

এদিকে টানা বৃষ্টির কারণে সিলেট মহানগরীর অনেক স্থানে পানিবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। মহানগরীর শিবগঞ্জের হাতিমবাগ, লামাপাড়া, ছড়ারপার, সওদাগর টুলা, বারুতখানা, হাওয়াপাড়া, ভার্তখলাসহ বিভিন্ন এলাকায় পানিবদ্ধতার কারণে ওই এলাকার বাসিন্দারা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। বিভিন্ন এলাকায় হাটুজল মাড়িয়ে চলাচল করতে হচ্ছে লোকজনকে। সেই সাথে এসব এলাকার বাসা-বাড়ীতেও পানি ঢুকে পড়েছে।

ছাগলনাইয়া (ফেনী) উপজেলা সংবাদদাতা : গত ৩ দিনের টানা বৃষ্টি ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে ফেনীর উত্তর-পূর্বাঞ্চল ছাগলনাইয়া, ফুলগাজী ও পরশুরাম উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। মুহুরী নদীর পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় তিন উপজেলার হাজার হাজার পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। তলিয়ে গেছে কয়েক শ' একর ফসলি জমি। অপরদিকে পানিবন্দী মুহুরী নদী এলাকাগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শত শত পুকুরের মাছ বন্যার পানিতে ভাসিয়ে গেছে। উন্নয়ন বঞ্চিত ফুলগাজীর দক্ষিণ শ্রীচন্দ্রপুর গ্রামের হাজার হাজার পানিবন্দী মানুষ খাদ্য-চিকিৎসার অভাবে মানবেতর জীবন-যাপন করলেও সেখানে কোন সরকারী কর্মকর্তা, চেয়ারম্যান, মেম্বার পরিদর্শনে যাননি কিংবা ত্রাণ বিতরণ করেননি। ওই এলাকাটি ঘুরে দেখা যায়, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সব কিছুই থেকে তারা বঞ্চিত। অপরদিকে ছাগলনাইয়া উপজেলা চেয়ারম্যান নুর আহাম্মদ মজুমদার, ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আবু আহমদ ভূঞা গতকাল শুক্রবার সকালে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে যান এবং তাদের সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

বুড়িচং (কুমিল্লা) উপজেলা সংবাদদাতা : গত মঙ্গলবার থেকে গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত ৪ দিনের ভারী ও হালকা বর্ষণে বুড়িচংয়ের বিভিন্ন নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে গেছে। ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ি পানির ঢলে গোমতী নদীর পানি বিপদ সীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হলেও গোমতী চর এলাকার জনগণ গোমতীর বাঁধ ভেঙে যাবে সে আশঙ্কায় দিশেহারা। পানি উন্নয়ন বোর্ডের খলিলুর রহমান ফোনে জানান, এখনও গোমতী নদীর পানি বিপদ সীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এদিকে, ঘুংগুর নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে কৃষকদের আবাদকৃত শাক-সব্জি ও উপজেলার লড়িবাগ, বারেশ্বর, পূর্নমতি, জগৎপুর, সাদকপুর, জরইন, হরিপূরণ গ্রামের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে গেছে। এভাবে বৃষ্টিপাত ও পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে এবারো ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা রয়েছে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

সাতদিনের মধ্যে কমিটি

বাতিল না করলে

গণ পদত্যাগ

নয়া পল্টনে ছাত্রদের বিক্ষোভে নেতৃবৃন্দ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

এক সপ্তাহের মধ্যে ছাত্রদলের কমিটি পুনর্গঠন না করলে গণপদত্যাগের হুমকি দিয়েছেন রাজধানীর বিভিন্ন থানা ও কলেজের বিক্ষুব্ধ ছাত্র নেতারা। গতকাল শুক্রবার দুপুরে নয়া পল্টন বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন শেষে সংক্ষিপ্ত এক সমাবেশে এ ঘোষণা দেয়া হয়।

সমাবেশে বিক্ষুব্ধ নেতারা অভিযোগ করেন, বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়াকে একটি বলয় ঘিরে রেখেছে। তারা চায় না ছাত্রদল শক্তিশালী হোক। এই সংগঠনের নেতৃত্বকে দুর্বল ও বিতর্কিত করতে বিতর্কিতদের নিয়ে কমিটি করা হয়েছে। ছাত্র নেতারা বলেন, "জামায়াতে ইসলামী ও জঙ্গীবাদের মদতদাতাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে ছাত্রদলের নতুন কমিটি হয়েছে। তা ছাত্রদলের সাধারণ কর্মীদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা প্রকৃত ছাত্রদের নিয়ে কমিটি চাই। বিতর্কিত এই কমিটি আগামী ৭ দিনের মধ্যে বাতিল করতে হবে। নইলে ঢাকাসহ সারাদেশে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা গণপদত্যাগ করে এ প্রতিবাদ জানাবে।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা মহানগর ছাত্র দলের (দক্ষিণ) সাধারণ সম্পাদক সুজন, ডেমরা থানার সভাপতি সোহেল, শ্যামপুর থানার সভাপতি জাহাঙ্গীর, রমনা থানার মিন্টু, পল্টন থানার এনাম, কামরাঙ্গীর চর থানার গাফ্ফার, লালবাগ থানার বাবু, খিলগাঁও মডেল ডিগ্রী কলেজের হৃদয়, আলীয়া মাদ্রাসা কলেজের সাহাদাৎ হোসেন ও আবুজর গিফারী কলেজের সভাপতি রাসেল বক্তব্য রাখেন। বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে যখন বিক্ষোভ চলছিল তখন শেরে বাংলা নগরে ছাত্র দলের নতুন কমিটির নেতারা কর্মীদের নিয়ে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কবরে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। বিক্ষোভ সমাবেশে সাবেক প্রতিমন্ত্রী আমান উল্লাহ আমান, খালেদা জিয়ার সহকারী এডভোকেট শিমুল বিশ্বাসসহ কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে শ্লোগানও দেন তারা।

ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক

মুন্সিগঞ্জ কুমিল্লার ৫০ কি:মি: জুড়ে ১২ ঘণ্টাব্যাপী যানজট

চান্দিনা উপজেলা সংবাদদাতা

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থান কুমিল্লায় গত বৃহস্পতিবার রাত ৩টা হতে জেলার চান্দিনা ও দাউদকান্দি উপজেলায় পৃথক পৃথক কয়েকটি সড়ক দুর্ঘটনায় মহাসড়কের মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া পাখি চত্বর থেকে কুমিল্লা ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন আলেখাচর পর্যন্ত প্রায় ৫০ কি:মি: রাস্তায় দীর্ঘ যানজটের

সৃষ্টি হয়। একাধিক দুর্ঘটনা ঘটলেও এ পর্যন্ত কোন হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। বৃহস্পতিবার রাত ৩টা হতে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটতে শুরু করে।

জেলার চান্দিনা উপজেলার কুটুম্বপুর নামক স্থানে একটি বাস রাস্তার পার্শ্ববর্তী খাদে পড়ে গেলে বেশ কিছু যাত্রী আহত হয়। একই উপজেলার মাধাইয়া নামক স্থানে একটি ট্রাক ও একটি বাসের সংঘর্ষের ফলে মহাসড়কে যানবাহন চলাচলে মারাত্মকভাবে বিঘ্ন ঘটে।

এদিকে দাউদকান্দি উপজেলার বিশ্বরোড নামক স্থানে একটি কভার ভ্যান রাস্তায় উল্টে যায়। একই উপজেলার আমিরাবাদ নামক স্থানে একটি ট্রাক অন্য একটি ট্রাকের সাথে সজোরে ধাক্কা লেগে একটি ট্রাক বিকল হয়ে রাস্তায় পরে থেকে যানবাহন চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে। একই স্থানে কুমিল্লাগামী একটি মাইক্রো বৃষ্টির সময় গতি না রাখতে পেরে রাস্তার পার্শ্বে গাছের সাথে ধাক্কা লাগে। উপজেলার রায়পুরে একটি টেম্পু রাস্তার পার্শ্ববর্তী খাদে পড়ে যায়। অপর দিকে ইলিয়টগঞ্জে দুইটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সকল প্রকার যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়। পুলিশ ও ভোক্তভোগী সাধারণ যাত্রী জানান, বৃষ্টির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

দীর্ঘ এই যানজটের ফলে মহাসড়ক জুড়ে হাজার হাজার যানবাহন দীর্ঘ কয়েকঘণ্টা যাবত আটকা পড়ে থাকে। এতে করে যাত্রীদের দুর্ভোগের সীমা ছিল না।

ঢাকা থেকে চট্টগ্রামগামী একটি মালবোঝাই ট্রাকের চালক মোঃ অহিদুর রহমান জানান, গৌরীপুর থেকে চান্দিনা আসতে তার সময় লাগে ৩ ঘণ্টা। অথচ গৌরীপুর থেকে চান্দিনা আসতে সর্বোচ্চ সময় লাগে ১২-১৫ মিনিট। ঢাকার বাসযাত্রী মোঃ আখের মিয়া বলেন, কুমিল্লা ময়নামতি থেকে সকাল ৬টায় বাসে উঠে বেলা সাড়ে ১২টায় এসে ইলিয়টগঞ্জ পৌঁছলাম। দীর্ঘ যানজটের খবর পেয়ে চান্দিনা থানা পুলিশ, দাউদকান্দি থানা পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় জনতা এই যানজট নিরসনে সকাল থেকে কাজ করার পর বেলা ৩টায় এ যানজট কমে। তবে রোগীদেরকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সগুলোকে পড়তে হয়েছে বিপাকে।

জুতো ছুড়ে বরখাস্ত হলেন সাংবাদিক

ইনকিলাব ডেস্ক

অবশেষে ভারতের একটি হিন্দি দৈনিকের সাংবাদিক জার্নাইল সিং প্রায় ৩ মাস পর চাকরি হারালেন। গত ৭ এপ্রিল এক প্রেস কনফারেন্সে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরমকে জুতো ছুড়ে শিরোনামে এসেছিলেন তিনি। এই বিতর্কিত ঘটনার জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছিল তাকে। পত্রিকা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, অভ্যরীণ তদন্তের পর জার্নাইলকে তার চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। জার্নাইল সিং তার প্রতিক্রিয়ায় জানান, ১৯৮৪ সালে শিখ দাঙ্গার মত একটি জ্বলন্ত ইস্যুকে উত্থাপন করায় তার বিরুদ্ধে দোষ খাড়া করা হয়েছে। ওই দাঙ্গায় অভিযুক্ত কংগ্রেস নেতা জগদীশ টাইটলার ও সজ্জন কুমারকে নির্বাচনে প্রার্থী না করায় তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন। সূত্র : পিটিআই।

শব্দহীন উচ্চ প্রযুক্তির গাড়ীতে আবার শব্দ সংযোজন করবে জাপান

ইনকিলাব ডেস্ক

প্রায় শব্দহীন উচ্চ প্রযুক্তির গাড়ীগুলোকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী লোকজন ও কিছু ব্যবহারকারী বিপদজ্জনক বলে অভিহিত করার পর জাপান সরকার এই ধরনের গাড়ীতে শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্র সংযোজন করার বিষয়টি পর্যালোচনা করছে। যুগপৎ পেট্রোল ও বিদ্যুৎ শক্তি চালিত এই ধরনের গাড়ী গত কয়েক মাসে বিক্রিতে শীর্ষে রয়েছে। গাড়ীগুলো চলার সময় জৈব জ্বালানির পরিবর্তে যখন বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার কর হয় তখন প্রায় শব্দহীন থাকে। পরিবর্তীত শব্দ সংযোজনের ধরন কী হবে সে ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। তবে, শব্দ হবে কেবল সতর্কতামূলক। সূত্র : এএফপি।

সংস্কৃসি

শিল্পকলায় এবং বিদ্যাসগর মঞ্চস্থ

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে গতকাল সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হয় আরণ্যকের নাটক এবং বিদ্যাসাগর। মান্নান হীরা রচিত এ নাটকটি নির্দেশনা দিয়েছেন মামুনুর রশীদ। এবং বিদ্যাসাগর নাটকটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী অবলম্বনে নির্মিত। তবে এটি শুধু তার জীবন আখ্যান নয়। এ নাটকে তখনকার সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চিত্রও শৈল্পিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন আমিনুল হক, ছবি, মনি জামান, পার্থ, অয়ন, রুহুল, মামুনুর রশীদ, সাজ্জাদ সাজু, শামীমা শওকত লাভলী, মোমেনা চৌধুরী, মান্নান হীরা, রুবলী চৌধুরী, দীক্ষা, মর্জিনা, প্রান্তিকা, শশী, তুলি, তিশা, মনির জামান প্রমুখ।

টিএসসি সেমিনার কক্ষে গতকাল ঐতিহ্যবাহী ঢাকাবাসী সংগঠন ও বিশ্বকলা কেন্দ্র আয়োজিত এলিট ভিসি বাকরখানী উৎসব-এর আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি, বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও ঢাকাবাসীর উপদেষ্টা মোস্তফা মহিউদ্দিন। বিশ্বকলা কেন্দ্রের সভাপতি সৈয়দ রেজাউর রহমান, এলিট কসমেটিক লি:-এর ডিজিএম আবুল হোসেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকাবাসীর উপদেষ্টা দুলাল বিশ্বাস, আলোচনায় অংশ নেন ঢাকাবাসীর সভাপতি মো: শুকুর সালেক।

বীণ বাদক আ: কাদের-এর বীণ বাজনা দিয়ে এই উৎসব শুরু হয়। বাকরখানী উৎসব-এর মধ্যে ছিল ছানা-বাকরখানী, মাংস বাকরখানী, নারিকেল বাকরখানী, পনির বাকরখানী, চিনি বাকরখানী, কাবাব বাকরখানী, খাস্তা বাকরখানী।

এছাড়া বাকরখানীর সাথে ছিল সুতী কাবাব, জেলাপী মিষ্টি ও লাড্ডু।

রূপচাঁদা ফুড কার্নিভালে

উপচেপড়া ভিড়

অর্থনৈতিক রিপোর্টার

রূপচাঁদা ফুড কার্নিভালে গতকাল ছুটির দিনে ছিল উপচেপড়া ভিড়। বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লিমিটেড এ কার্নিভালের আয়োজন করেছে। বাণিজ্যমন্ত্রী মুহম্মদ ফারুক খান বৃহস্পতিবার এ কার্নিভালের উদ্বোধন করেন। দৈনিক ইনকিলাব এ কার্নিভালের মিডিয়া পার্টনার হিসেবে কাজ করছে। রূপচাঁদা ফুড কার্নিভালে অংশ নিয়েছে ২২টি প্রতিষ্ঠান। সপরিবারে কার্নিভালে আসা ডাক্তার আশফাক আহমেদ জানান, শুধু ঘুরতে আসিনি, গৃহিণীকে নিয়ে এসেছি, যাতে সহজে সেও বুঝতে পারে স্বাস্থ্যকর খাদ্য কিভাবে প্রস্তুত করা যায়। গৃহিণী আলতাফুন্নেসা জানান, কিভাবে কম ভোজ্য তেল ব্যবহার করে সুস্বাদু খাবার তৈরী করা যায় তা শিখতে এসেছি।

কার্নিভালে পুষ্টিবিদসহ নানা শ্রেণী-পেশার সদস্যরা যোগ দেন।

ইসলামী শিক্ষা বাদ দিয়ে

প্রভুদেশকে খুশী করার

চক্রান্ত কবির চৌধুরীর

–বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ

কবির চৌধুরী ও তার চক্রান্ত মুসলমানরা প্রতিহত করবে

স্টাফ রিপোর্টার

৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা থাকছে না, পর্যায়ক্রমে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা তুলে নেয়া হবে– কবির চৌধুরীর এ বক্তব্যে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বহু সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। পৃথক পৃথক সভা ও বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, কবির চৌধুরী তার প্রভুদের খুশী করতে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মুসলিম দেশ থেকে ইসলামী চিন্তা-চেতনা বিশ্বাস নির্মূলের চক্রান্ত করছে। কিন্তু কবির চৌধুরীর জানা থাকা দরকার, এদেশের কোটি কোটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান এ চক্রান্ত প্রতিহত করবে।

তাহফিজে হারামাইন পরিষদ

'৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা থাকছে না, পর্যায়ক্রমে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা তুলে নেয়া হবে'– জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক কবির চৌধুরীর ইসলামবিদ্বেষী এ বক্তব্যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ দারুণভাবে বিক্ষুব্ধ। তার এ বক্তব্য মুসলমানদের ঈমান-আকীদার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র। আন্তর্জাতিক ইসলাম বিদ্বেষী চক্রের দোসর হিসেবে বিদেশী প্রভুদের খুশী করা কবির চৌধুরীর এ চক্রান্ত এদেশের মুসলমানরা জীবন দিয়ে হলেও ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবে। মালিবাগ বায়তুল আজিম শহীদী জামে মসজিদের খতীব ও তাহফিজে হারামাইন পরিষদের সভাপতি মাওলানা সাদেক আহমদ সিদ্দিকী গতকাল খুৎবাপূর্ব বয়ানে একথা বলেন।

জাতীয় তাফসীর পরিষদ বাংলাদেশ

জাতীয় তাফসীর পরিষদ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মাওলানা আহমদ আবদুল কাইয়ুম জাতীয় নাস্তিক অধ্যাপক কবির চৌধুরীকে শিক্ষা কমিশন থেকে অপসারণ দাবী করেছেন। বিবৃতিতে তিনি জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় শিক্ষা থাকছে না বলে কবির চৌধুরীর উস্কানীমূলক বক্তব্যের তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করেছেন। তিনি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি পুনর্গঠনেরও দাবী করে বলেন, আমাদের দেশের জন্য শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হলে দেশের বিভিন্ন স্তরের সুযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা প্রশাসক, দেশবরেণ্য আলেম এবং সকল শিক্ষা বিষয়ে ওয়াকিফহাল জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি নতুন শিক্ষা কমিশন গঠন করে তাদেরকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে বাস্তবভিত্তিক মূল্যায়ন করে জাতীয় চাহিদার আলোকে একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে। সাথে সাথে তিনি স্বঘোষিত নাস্তিক কবির চৌধুরীর অপসারণ দাবী করেন। গতকাল সকালে পুরানা পল্টনে সংগঠনের এক সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন।

বাংলাদেশ কওমী কাউন্সিল

বাংলাদেশ কওমী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুস সামাদ ইসলাম ও মানবতার জাতীয় নাস্তিক অধ্যাপক কবির চৌধুরীকে শিক্ষা কমিশন থেকে অপসারণের দাবী করেছেন।

গতকাল বিকেলে সংগঠনের চকবাজারস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে বাংলাদেশ কওমী কাউন্সিলের এক জরুরী সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের মাওলানা উবায়দুল্লাহ শাকির, মাওলানা জোবায়ের গণী, মাওলানা তাওহীদুর রহমান, মাওলানা মাহদী হাসান প্রমুখ।

প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুস সামাদ বলেন, কবির চৌধুরীর বক্তব্যে ইসলামী মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য পরিপন্থী চক্রান্ত কাজ করছে। তিনি বলেন, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনের ভিত্তিতে রচিত কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ইসলামী চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস নির্মূলের গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তা বাস্তবায়নের কথা বলা হচ্ছে।

ইসলামী ছাত্র মজলিস

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক কবির চৌধুরীর ধর্মশিক্ষা নিয়ে বক্তব্যে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিসের কেন্দ্রীয় সভাপতি তাওহীদুল ইসলাম তুহিন, সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ শায়খুল ইসলাম। নেতৃদ্বয় বলেন, নতুন একমুখী শিক্ষানীতির চালুর নামে ইসলামী শিক্ষা বন্ধ এবং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা চালুর ষড়যন্ত্র এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান মেনে নেবে না। প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে তা প্রতিহত করা হবে। নেতৃবৃন্দ কবির চৌধুরীর অপসারণ ও ধর্মহীন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের ষড়যন্ত্র বন্ধের আহ্বান জানান।

ইসলামী ছাত্রসমাজ

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসমাজের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ ইলিয়াছ আতহারী ও মহাসচিব মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এক বিবৃতিতে অধ্যাপক কবির চৌধুরীর লাগামহীন বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, শিক্ষামন্ত্রী ও কবির চৌধুরীর এ বক্তব্যের দ্বারা ইসলামী মূল্যবোধ ও ধর্মীয় তামাদ্দুনের উপর ব্যাপক আঘাত হানা হয়েছে। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশে ইসলামী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে কোন শিক্ষা এদেশের জনগণ মেনে নেবে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, অবিলম্বে জাতীয় শিক্ষা প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান কবির চৌধুরীকে অপসারণ করতে হবে। একমুখী শিক্ষানীতির নামে ড. কুদরত-ই-খুদার নাস্তিক্যবাদী শিক্ষানীতি এদেশের জনগণ ও ছাত্রসমাজ মেনে নেবে না।

গৃহীত ব্যাখ্যাটি হলো এখানকার প্রধান উদ্ভিদ 'সুন্দরী' বৃক্ষের নাম থেকেই এ বনভূমির নামকরণ। এই বৃক্ষের কাঠ দেখতে পরিষ্কার লালবর্ণ। এজন্যই একে সুন্দরী বা সুন্দর বৃক্ষ বলে। এ গাছে অধিক ডাল হয় না বলে এতে লম্বা কাঠ পাওয়া যায়– যা গৃহ এবং বড় নৌকা ও জাহাজ তৈরীর উপাদান হিসেবে চমৎকার কাজ করতো। এসব কারণে এই গাছ ও এর কাঠকে সুন্দরবনের রাজা হিসেবে মনে করে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসী। তাছাড়া এই বনের শতকরা ৮০ ভাগ গাছই ছিল একসময় সুন্দরী। বর্তমান জোয়ারবিধৌত সুন্দরবন পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দীতে স্থিতি লাভ করে। যদিও সুন্দরবনের আদি প্রাচীন অংশ ছয় হাজার বছর ধরে গঠিত হয়েছে। এ অঞ্চলে মানব বসতির বিস্তার শুরু হয় সম্রাট অশোকের শাসনামলে। তবে প্রথম বসতি স্থাপনকারীরা ছিল পোদ ও চণ্ডাল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত যারা পঞ্চম শতাব্দীতে এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। একাদশ শতকের প্রথমদিকে মহামারী এবং পদ্মা ও যমুনা নদীর গতিপথ পরিবর্তনজনিত কারণে এ বসতি স্থাপন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। তবে তা একেবারে থেমে থাকেনি। মোগল শাসনামলে সুন্দরবনের ৫টি অঞ্চলে গভীর বন কেটে আবাদী জমির ক্ষেত্র এবং বসতি পত্তন করা হয় বলে ঐতিহাসিক রিচার্ড ইটনের গ্রন্থ (দ্য রাইজ অব ইসলাম এন্ড দ্য বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার ১২০৪-১৭৬০) থেকে জানা যায়। ১৭৫৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এ অঞ্চলের দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৭৬৪ সালে সর্বপ্রথম সুন্দরবনের সীমানা চিহ্নিত করা হয় এবং সুন্দরবন থেকে রাজস্ব আয় বাড়নোর লক্ষ্যে ১৮১৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সুন্দরবন কমিশন গঠন করে। ১৮২৮ সালে ব্রিটিশ সরকার সমগ্র সুন্দরবনের স্বত্ব অধিগ্রহণ করে এবং কৃষিজমি সম্প্রসারণ, রেলের স্লীপার তৈরী ও জাহাজ নির্মাণের কাঠের জন্য বনবিনাশ শুরু করে। ১৮৬২ সালে বার্মার বন সংরক্ষক ড. ব্রান্ডিস সর্বপ্রথম এ বনাঞ্চলকে সংরক্ষণের দাবী তোলেন। তার সুপারিশে নতুন করে বনভূমি ইজারা দেয়া বন্ধ হয়। এরপর ১৮৬৯ সালে সুন্দরবনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে এ অঞ্চলে সরকারের বন ব্যবস্থাপনা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ১৮৬৫ সালের বন আইন অনুসারে ১৮৭৬ সালে সুন্দরবনের অবশিষ্ট অবিলিকৃত বনভূমিকে সংরক্ষিত ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে বন অধিদপ্তরের দু'টি প্রশাসনিক বিভাগের (সুন্দরবন পূর্ব ও পশ্চিম) মাধ্যমে এর ব্যবস্থাপনা চলছে। এই প্রশাসনিক বিভাগগুলো আবার ৪টি রেঞ্জ এবং ৫৫টি কম্পার্টমেন্টে বিভক্ত।

জন্মনিবন্ধনকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করুন –স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

'জন্মনিবন্ধন সবার প্রয়োজন' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ কার্যক্রমকে একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ডা. আ ফ ম রুহুল হক।

গতকাল (শুক্রবার) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় জন্মনিবন্ধন দিবস-২০০৯ উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, গ্রাম এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার পুনরায় কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো চালু করবে। এ ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে জন্মনিবন্ধন কার্যক্রমকে দ্রুত এগিয়ে নেয়া সম্ভব বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান।

স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মঞ্জুর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা প্রফেসর ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, ইউনিসেফের প্রতিনিধি ক্যারল ডি রয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক যুগ্ম-সচিব আ ফ ম সাইফুল ইসলাম চৌধুরী।

মন্ত্রী সারাদেশের ১ লাখ ২০ হাজার টিকা কেন্দ্র ও ১০ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ছাড়াও সকল হাসপাতাল, অন্যান্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রকে এ কাজে সঠিকভাবে সম্পৃক্ত করা গেলে ২০১০ সালের ৩০ জুনের প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে সর্বজনীন জন্মনিবন্ধন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, দেশে খুব কমসংখ্যক শিশুই হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জন্মগ্রহণ করে। তাদের হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে জন্ম নিবন্ধনের সনদ দেয়া গেলে এ কাজ অনেকটা এগিয়ে যেতে পারে। জন্ম ও মৃত্যু উভয়টির নিবন্ধনই অত্যন্ত জরুরী। জন্মনিবন্ধন মানুষের পরিচয়ের প্রাথমিক সনদ এবং উন্নয়ন ও সুশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন তথ্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্যকর্মী ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও প্রতিবেদন ফরমে জন্মনিবন্ধনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জন্মনিবন্ধন কাজে স্থানীয় সরকার বিভাগকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় আরো কিভাবে ও কতটা সমন্বিতভাবে সহযোগিতা দিতে পারে সে বিষয়ে শিগগিরই আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন করা হবে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, দেশে ২০০৪ সালে ১৯৭৩ সালের জন্মনিবন্ধন আইনকে রদ ও রহিত করে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ জারি ও ২০০৬ সালের ৩ জুলাই থেকে কার্যকর হয়। মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত দেশের ৫৫ দশমিক ৭০ শতাংশ মানুষকে জন্মনিবন্ধন সনদ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জন্মনিবন্ধনের গুরুত্ব ও বার্তা নিয়ে একটি মনোজ্ঞ চাঁপাই গম্ভীরা পরিবেশন করা হয়। এর আগে সকালে একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালি নগরভবন থেকে শুরু হয়ে গুলিস্তান ও পল্টন মোড় হয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবে এসে শেষ হয়।

পাহাড়ি ঢলে পাথর কোয়ারি ও বালু মহাল অচল : কয়লা আমদানি বন্ধ

সিলেটে লাখো শ্রমিক বেকার

আবদুল মুকিত

সিলেটের প্রায় এক লাখ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছেন। তিনদিন ধরে তারা কর্মহীন অবস্থায় রয়েছেন। কয়লা আমদানি বন্ধ এবং বৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলের কারণে প্রায় সবক'টি পাথর কোয়ারি ও বালু মহাল তলিয়ে যাওয়ায় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে অনেককেই ধার দেনা করে চলতে হচ্ছে। কর্মহীন শ্রমিকরা মনে করেন এ অবস্থা বিরাজমান থাকলে তাদের সকলের পরিবারে হাহাকার শুরু হবে।

সিলেটের ৪টি শুল্ক স্টেশনে কয়লা লোড-আনলোডে ২৫ হাজার শ্রমিক, বালু মহালে বালু উত্তোলনে ২৫ হাজার এবং কোয়ারিগুলোতে পাথর উত্তোলনে প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছেন। সালফার জনিত জটিলতার কারণে বুধবার থেকে সিলেটের সবক'টি শুল্ক স্টেশন দিয়ে বন্ধ হয়ে যায় কয়লা আমদানি। শতকরা ১ ভাগ সালফারের অধিক কয়লা আমদানি করা যাবে না সরকারী এমন নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষিতে সিলেটের তামাবিল, শ্যাওলা এবং সুনামগঞ্জের বড়ছড়া ও চারাগাঁও শুল্ক স্টেশন দিয়ে ভারত থেকে কয়লা আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে কয়লা আমদানির সাথে (লোড-আনলোড) জড়িত প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। অন্তত রোববার পর্যন্ত তাদেরকে এভাবে কর্মহীন থাকতে হচ্ছে।

রোববার কয়লা আমদানির ব্যাপারে সরকারী নিষেধাজ্ঞা শিথিল হলে সোমবার থেকে কয়লা আমদানি শুরু হবে। সেই সাথে তারা শুল্ক স্টেশনে লোড-আনলোডের কাজে যোগ দিতে পারবে। কিন্তু তিনদিন কর্মহীন থাকায় অনেক শ্রমিকের পরিবারে শুরু হয়ে গেছে টানাপোড়েন। অনেকে ধার-দেনা করে কাটিয়েছেন গত তিনদিন। আরো কয়েক দিন এভাবে কর্মহীন থাকলে প্রায় সকল শ্রমিকের পরিবারে হাহাকার শুরু হয়ে যাবে

বলে শ্রমিকরা মনে করছেন। তবে কয়লা আমদানিকারক গ্রুপের ৮ সদস্যের প্রতিনিধি দল ৩০ জুন থেকে ঢাকায় অবস্থান করে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ধর্ণা দিচ্ছেন। ইতোমধ্যে তারা অর্থ, বাণিজ্য এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং সচিবদের সাথে বৈঠক করে কয়লা আমাদানির ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্ত স্থগিতের অনুরোধ জানিয়েছেন। সবার কাছ থেকে এ ব্যাপারে তারা আশ্বাসও পেয়েছেন। আগামীকাল (রোববার) এ সংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্তও আসতে পারে। সরকার ঘোষিত নীতিমাল স্থগিত করলে সোমবার থেকে পুণরায় কয়লা আমাদানি শুরু হতে পারে। আর এতে করে কর্মব্যস্ত হয়ে উঠতে পারবে এ সেক্টরে শ্রম বিনিয়োগকারী প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিক।

এদিকে, কয়লা আমাদানি বন্ধ থাকার পাশাপাশি তিন দিনের বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে সিলেটের সবক'টি পাথর কোয়ারি ও বালু মহালের শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়েছেন। কোয়ারি ও বালুমহালে পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় পাথর ও বালু উত্তোলন বন্ধ রয়েছে। তিন দিন ধরে গোয়াইনঘাটের জাফলং, শ্রীপুর, বিছানাকান্দি ও কোম্পানীগঞ্জের ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারি থেকে পাথর উত্তোলন বন্ধ রয়েছে। ফলে এসকল পাথর কোয়ারির প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছেন।

একই কারণে বালু উত্তোলন বন্ধ রয়েছে জৈন্তাপুরের সারিঘাট, রাংপানি, বড়গাং এবং গোয়াইনঘাটের জাফলং ও শ্রীপুর বালুমহালে। টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলের কারণে পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় এসকল মহাল থেকে বালু উত্তোলন সম্ভব হচ্ছে না। বৃষ্টি থামলেও এসকল বালু মহাল সচল হতে আরো অন্তত ৪/৫ দিন সময় লাগবে। বালু উত্তোলন না হওয়ায় প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন বলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকরা জানিয়েছেন।

সিডর আইলায় উপকূলে ক্ষতিগ্রস্ত লেট্রিন নলকূপ জনস্বাস্থ্যের মারাত্মক হুমকি

নাছিম উল আলম

সিডরের তাণ্ডবের ক্ষত কাটিয়ে ওঠার আগেই আইলার ছোবলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলসহ উপকূলভাগে বিশুদ্ধ পানির উৎস ছাড়াও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানাসমূহের ব্যাপক ক্ষতি জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠেছে। এমনকি এ বিপর্যয়ের ফলে ২০১০ সালের মধ্যে দেশে স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতকরণের কর্মসূচীও চরম বিপর্যয়ের কবলে পড়ছে। ২০০৭-এর ১৫ নভেম্বরে সিডরের ছোবলে উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ১৫ হাজার গভীর-অগভীর নলকূপ ছাড়াও ৫ লক্ষাধিক সেনিটারি লেট্রিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশী–বিদেশী আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় জরুরী ভিত্তিতে এসব টিউবওয়েলের অত্যাবশ্যকীয় মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ শুরু করা হলেও ক্ষতিগ্রস্ত অনেক পানির উৎসই আর সচল করা সম্ভব হয়নি। পাশাপাশি ডেনিস উন্নয়ন সংস্থা– ডেনিডা ও বিশ্বব্যাংক-এর আর্থিক সহায়তায় সিডর বিধ্বস্ত এলাকায় প্রায় ৪ হাজার নতুন নলকূপ খননের প্রকল্প হাতে নেয়া হলেও নানা আমলাতান্ত্রিক জটিলতাসহ বিধিবিধান প্রতিপালনের বাধ্য-বাধকতায়-সে কাজও এখনো শেষ হয়নি। ডেনিডার সহায়তায় ২,৭৫০টি নলকূপ খনন ও ৫০টি পন্ড স্যান্ড ফিল্টার স্থাপনের কাজ শেষ হলেও মাত্র কয়েকমাস আগে শুরু হওয়া বিশ্বব্যাংকের ১,৮০০টি নলকূপ স্থাপন প্রকল্পটির কাজ এখনো চলমান।

সিডরের ক্ষত কাটিয়ে ওঠার আগেই সাম্প্রতিক আইলার তাণ্ডবে গোটা উপকূলভাগে পুনরায় বিশুদ্ধ পানির বিভিন্ন উৎস ছাড়াও স্বাস্থ্যসম্মত লেট্রিনেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সম্প্রতি আইলার তাণ্ডবে উপকূলভাগ জুড়ে যে প্রায় ২৫ হাজার বিশুদ্ধ পানির উৎস বিনষ্ট হয়েছে, তার মধ্যে শুধু বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলাতেই ক্ষতিগ্রস্ত টিউবওয়েলের সংখ্যা ৫ সহস্রাধিক। এ বিভাগের পিরোজপুর ও বরগুনা জেলার কয়েকটি উপজেলাতে ১২০টির মত 'পন্ড স্যান্ড ফিল্টার'ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব এলাকার ভূগর্ভস্থ পানির স্তরে অত্যধিক পরিমাণ লবণের উপস্থিতির কারণে টিউবওয়েলের পানি পানের অযোগ্য হয়ে পড়ায় পুকুর খনন করে তার পাড়েই স্থানীয় লাগসই প্রযুক্তিতে ফিল্টার স্থাপনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। 'পিএসএফ' পদ্ধতির এ ধরনের প্রযুক্তি পিরোজপুরের সদর, জিয়ানগর, ভাণ্ডারিয়া, মঠবাড়ীয়া ও নেছারাবাদ

এবং বরগুনা সদরসহ কয়েকটি উপজেলাতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের একমাত্র মাধ্যম। বিগত সিডর ও আইলার তাণ্ডবে তারও বেশীরভাগই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে এসব সংরক্ষিত পুকুরে বাইরের নোনা পানি প্রবেশসহ গাছের ডালপালা ও বিভিন্ন পশুপাখির মড়ক পড়ায় তা সম্পূর্ণভাবেই পানের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর স্থানীয় জনগণের সহায়তায় এ ধরণের কিছু পিএসএফ সংস্কার করলেও সমুদয় এলাকায় বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে পারেনি এখনো। অপরদিকে ক্ষতিগ্রস্ত টিউবওয়েলসমূহ মেরামতের কাজ জরুরী ভিত্তিতে শুরু করা হলেও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানাসমূহের মেরামত কাজ খুবই মন্থর। ফলে আইলা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জনস্বাস্থ্য সমস্যা ক্রমশ প্রকট আকার ধারণ করতে যাচ্ছে বলেও শঙ্কা প্রকাশ করেছেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের একটি সূত্র।

দায়িত্বশীল সূত্র মতে ২০০৭-এর সিডরে দক্ষিণাঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত ৫ লক্ষাধিক সেনিটারি লেট্রিনের মেরামত ও পুনর্বাসন সম্পন্ন হবার আগেই সাম্প্রতিক আইলার তাণ্ডবে উপকূলীয় এলাকায় আরো কয়েক লাখ সেনিটারি লেট্রিন বা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে শুধু বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলাতেই। ক্ষতিগ্রস্ত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সংখ্যা অন্তত ৭০ হাজার বলে জানা গেছে। গত ৩০ জুন পর্যন্ত সাড়ে ৫ হাজারের মত লেট্রিনের মেরামত সম্পন্ন হলেও ৯০ ভাগই এখনো প্রায় ব্যবহার অযোগ্য হয়ে আছে। উপকূলভাগ জুড়ে হাজার হাজার লেট্রিন ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ায় গ্রামের পর গ্রাম মারাত্মক জনস্বাস্থ্য সমস্যা অব্যাহত রয়েছে।

অথচ সারাদেশের মধ্যে বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলাই ইতিপূর্বে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহরের শীর্ষে ছিল। ২০০৪ সালে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের এক জরিপে দেখা গেছে, দেশের পল্লী এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারীর হার যেখানে ছিল মাত্র ২৮.৭৭%, সেখানে বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলাতে ঐ হার ছিল ৩৬.৬৫%। কিন্তু ২০০৭-এর সিডর ও অতি সম্প্রতিক আইলার তাণ্ডবে ক্ষতবিক্ষত দক্ষিণাঞ্চলসহ উপকূলভাগের সমাজ ব্যবস্থার সাথে বিশুদ্ধ পানির উৎস ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানাসমূহের ব্যাপক ক্ষতি এ অঞ্চলের জনস্বাস্থ্যের জন্য চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছে। এর ফলে ২০১০ সালের মধ্যে সারাদেশে স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতকরণের বিষয়টিও অনিশ্চিত করে তুলবে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

‘নৌকা মার্কা’ কমিটি নিয়ে চট্টগ্রাম বিএনপিতে গৃহদাহ চলছেই

কেন্দ্রের অনুমোদনের জন্য রাজবাড়ী বিএনপির পৃথক ৩টি কমিটি দাখিল

ইনকিলাব ডেস্ক

চট্টগ্রাম বিএনপিতে গৃহদাহ চলছেই। অন্যদিকে কেন্দ্রের অনুমোদনের জন্য রাজবাড়ী বিএনপির পক্ষ থেকে ‘পৃথক’ ৩টি কমিটি দাখিল করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, কমিটি গঠন নিয়ে চট্টগ্রাম বিএনপিতে গৃহদাহ চলছেই। পাল্টাপাল্টি মিছিল সমাবেশ আর বিবৃতিতে এক গ্রুপ অপর গ্রুপের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে যাচ্ছে। দলের পদ-পদবী পেতে নেতাদের এই লড়াইয়ে দলের সাধারণ কর্মী সমর্থকরা যুগপৎ ক্ষুব্ধ ও হতাশ। চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা কমিটিকে এলডিপি আর নৌকা মার্কার কমিটি হিসেবে উল্লেখ করে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তা বাতিলের দাবী করেছে দলের একাংশ। নগর কমিটিতে স্থান না পেয়ে বৃহস্পতিবার দলের একটি অংশ নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল করে নগর কমিটির আহবায়ক সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর কুশপুত্তলিকায় আগুন দিয়েছে। সমাবেশে তারা

নতুন কমিটিকে প্রতিবন্ধী কমিটি বলে মন্তব্য করে দলের ত্যাগীদের নিয়ে কমিটি গঠনের দাবী জানিয়েছে।

এদিকে গতকাল শুক্রবার নগর কমিটির বিভিন্ন থানা ও ওয়ার্ড কমিটির নেতারা বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়ে বলেছে কিছু স্বার্থান্বেষী ও পদলোভী ব্যক্তি দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে দলীয় কার্যালয় ও রাস্তায় যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটিয়েছে তা নিন্দনীয়। তার বলেন, কতিপয় পদলোভী বিএনপিকে তৃণমূল পর্যায়ে গড়ে তোলার উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে আঁতাত করে জাতীয়তাবাদী শক্তির অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার পাঁয়তারায় লিপ্ত। তাদের ভূমিকায় দেশের দুর্যোগ মুহূর্ত্বে ক্ষমতাসীনরাই লাভবান হচ্ছে। শুধু তাই নয়, চক্রান্তকারীদের পকেট কমিটির প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। তারা এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দলের নেতাকর্মীদের সজাগ থেকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান।

নেতৃবৃন্দ বিশৃঙ্খলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ারও দাবী জানান। বিবৃতিতে মোহাম্মদ মিয়া ভোলা, এম এ আজিজ, নিয়াজ মোহাম্মদ খান, এসএম সাইফুল আলম, আবুল হোসেন, বদরুল আলম, শফিকুর রহমান স্বপন, ইকবাল চৌধুরী, হাজী মোহাম্মদ হাশেম, হাজী জয়নাল আবেদীন, ফাতেমা বাদশা, বাদশা মিয়া, সেকান্দর হোসেন প্রমুখ থানা ও ওয়ার্ড বিএনপির নেতা স্বাক্ষর করেন।

এদিকে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা কমিটিতে স্থান না পাওয়া একদল নেতা গতকাল এক সভায় নতুন জেলা কমিটিকে এলডিপি ও নৌকা মার্কা কমিটি হিসেবে উল্লেখ করে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তা বাতিলের দাবী জানিয়েছেন। তারা অভিযোগ করেন আহবায়ক কমিটির ৫ জন যুগ্ম আহবায়ক এলডিপি ও আওয়ামী লীগের সাথে সরাসরি জড়িত। পরবর্তীতে যাদের নিয়ে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি হয়েছে তাদের অধিকাংশই সংস্কারপন্থী ও কমিটির আহবায়ক জাফরুল ইসলাম চৌধুরীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী। বোয়ালখালী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আজিজুল হকের সভাপতিত্বে নগরীতে অনুষ্ঠিত সভায় সাইফুদ্দিন খালেদ বাবুল, আবদুল মোনাফ, নুরুল ইসলাম আবু তাহের প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

রাজবাড়ী জেলা সংবাদদাতা জানান, রাজবাড়ী জেলা বিএনপি'র নবগঠিত আহবায়ক কমিটির মধ্যে বিভেদ ও ফাটল বাড়ছে। আর এতে আহবায়ক কমিটির ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির চূড়ান্ত কাঠামো কেন্দ্রের কাছে জমা দিয়ে অনুমোদন করাও যাচ্ছে না।

গত ২৫ জুনের মধ্যে ৫১ সদস্যের জেলা কমিটির তালিকা চূড়ান্ত করার অংশ হিসেবে নবগঠিত কমিটির জেলা আহবায়ক নঈম আনসারী অসুস্থ থাকার কারণে কেন্দ্রে জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিষয়টি কেন্দ্রে জানানো হলে গত ৩০ জুনের মধ্যে আহবায়ক কমিটি জমাদানের সময়সীমা বেঁধে দেয়। ইতোমধ্যে গত ২৫ জুন আহবায়ক কমিটির ১ নং যুগ্ম সম্পাদক এটিএম আব্দুর রাজ্জাকসহ অনান্য ৮ জন সদস্য সভা করে কমিটির আহবায়ককে বাদ দিয়ে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট পৃথক ১টি কমিটি কেন্দ্রে জমা দেয়।

অপরদিকে আহবায়ক নঈম আনসারী সুস্থ হয়ে গত ২৭ জুন কমিটির অপর ৫ জন যুগ্ম আহবায়ককে নিয়ে দলীয় কার্যালয়ে একটি সভায় ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি তৈরী করে কেন্দ্রে জমা দেন। উক্ত কমিটির নামের তলিকায় সাবেক এমপি মরহুম সিরাজ মৃধার স্ত্রীর মাকসুদা সিরাজ, পাংশা পৌর মেয়র সেরীনা আজিজ, শাহীন খান, সাবেক জোট সরকারের ২ এমপির নাম অন্তর্ভুক্ত করা হলেও গত ৩০ জুন কেন্দ্রে জমা দেবার সময় অদৃশ্য কালো হাতের থাবায় নাটকীয়ভাবে তা পরিবর্তন করা হয়। বিষয়টি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে জেলা আহবায়ক কমিটির যুগ্ম আহবায়ক হারুন-অর রশিদ, শওকত সিরাজ, আবুল হোসেন গাজী প্রমুখ তাদের নাম আহবায়ক কমিটিতে প্রত্যাহার করে দলের দুঃসময়ের ত্যাগী নেতা-কর্মীদের নিয়ে অপর একটি কমিটি কেন্দ্রে জমা দেন। দলের একাধিক নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন যে, ১/১১'র পর দলের যারা হাল ধরেছিলেন এবং রাজপথে আন্দোলন করেছিলেন সেই ত্যাগী নেতাদের মধ্যে হারুন-অর-রশিদ, আব্দুস সালাম মিয়া, এডভোকেট আসলাম মিয়া, সাবেক এমপি মরহুম আব্বাস আলী মিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া, জেলা ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহ মোঃ আলমগীর প্রমুখ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। দলের এ সকল ত্যাগী নেতা অভিযোগ করেন, তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কমীদের মূল্যায়ন না করে একটি বিশেষ মহলের প্রেসক্রিপশনে তাদের অনুগতদের নিয়ে কমিটি জমা দেয়া হয়েছে। তারা আরো অভিযোগ করেন

তথাকথিত সংস্কারবাদীদের পারপাস সার্ভ করার জন্য এ ধরনের কমিটি করায় আহবায়ক নঈম আনসারী বিতর্কিত হয়ে পড়েছেন। ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহ মোঃ আলমগীরসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বিতর্কিত আহবায়ককে অপসারণের দাবী জানান। তারা দলের মধ্যে বিভক্তির জন্য আহবায়ককে দায়ী করেন এবং দলের স্বার্থে যারা অতীতে দুঃসময়ে দলের জন্যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন তাদের নিয়ে একটি নিরেপক্ষ, সুসংগঠিত দল তৈরী করার জন্য দলীয় চেয়ারপার্সনের দৃষ্টি কামনা করেন।

নেতৃত্বহীন জাজিরা বিএনপির বেহাল দশা

শরীয়তপুর জেলা সংবাদদাতা জানান, নেতৃত্বহীন জাজিরা উপজেলা বিএনপি নেতাকর্মীরা নেতৃত্বের অভাবে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ দূরে থাকার কারণে এখানকার বিএনপি নেতাকর্মীশূন্য হয়ে পড়ছে।

এলাকার একমাত্র নাওডোবা ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয় ছাড়া নেতাকর্মীদের বসার জন্য তেমন কোন ব্যবস্থা না থাকায় নেতাকর্মীরা সংগঠিত হতে পারছে না। অথচ আসন্ন আহবায়ক কমিটিতে আবারো অযোগ্য ও দায়িত্বহীন নেতৃত্ব আসার জন্য জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে তদবীর লবিং চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

জাজিরা উপজেলার ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতৃত্বে মূল্যায়ন চায় জাজিরা বিএনপির কর্মীরা, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অবহেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে সুবিধাবাদী নেতাদের কারণে জাজিরা উপজেলা বিএনপির বর্তমান করুণ দশা বিরাজ করছে, তা থেকে পরিত্রাণের জন্য যোগ্য ও সৎ নেতৃত্বের প্রত্যাশা করছে এখানকার ত্যাগী নেতা কর্মীরা। জাজিরা উপজেলা বিএনপির সাধারণ ও ত্যাগী নেতা কর্মীদের প্রশ্ন সুবিধাবাদীরাই কি আবার নেতৃত্বে আসবে? নাকি ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতৃত্বের সুযোগ সৃষ্টি হবে। জাজিরা বিএনপির কর্মীদের দাবী বার বার দলের সাথে হঠকারী এসব নেতার দৌরাত্ম্য বন্ধ করে দলের পরীক্ষিত ও ত্যাগী নেতা কর্মীদের মূল্যায়ন করে জাজিরা উপজেলা বিএনপির কমিটি গঠন করতে হবে। মাঠ পর্যায়ের একাধিক নেতার ও সাধারণ কর্মীদের সাথে আলাপ করে জানা যায় বিএনপি ক্ষমতায় থাকার সময় দল যাদের হাতে নেতৃত্ব দেয় সেই ফজলুল হক আকন্দ ও বজলু সিকদার ক্ষমতা হারাবার ভয়ে নিজেদের গা বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অথচ নতুন কমিটি গঠনের সংবাদ শুনে এসব নেতা আবার গাঝাড়া দিয়ে উঠছে। নতুন আহবায়ক কমিটিতে যেন সুবিধাবাদী ও হঠকারী ক্ষমতালোভী নেতৃত্ব আসন গাড়তে না পারে সে দাবী জানান জাজিরা উপজেলা তৃণমূল নেতা কর্মীরা। এখানকার মাঠের কর্মীদের দাবী হচ্ছে দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল শ্রেয়। তাই দলে ক্ষমতার সময়ে রাঘব বোয়ালের চেয়ে দুর্দিনের পুঁটি দিয়ে দল গঠন করা হলে জাজিরা উপজেলা বিএনপিও একদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। এ ব্যাপারে বিএনপি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও বর্তমান জেলা আহবায়ক কমিটির প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা।

জবিতে ২৫ হাজার শিক্ষার্থী আবাসন সুবিধা বঞ্চিত

বেহাত হওয়া হলটি ক্ষমতাসীন দলের এক নেতার দখলে

ওমর ফারুক

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা হলে থাকতে চায় কিন্তু থাকা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিন দিন বেড়েই চলেছে আবাসন সমস্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও কোষাধ্যক্ষ থাকার লক্ষ্যে বাড়ী ভাড়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। ইতোমধ্যে ধানমণ্ডি ও ইস্কাটন এলাকায় বাসা ভাড়া করা হয়েছে। চলতি মাসে তারা উঠছেন। কিন্তু শিক্ষার্থীদের থাকার ব্যবস্থা কি হবে তা যেন দেখার কেউ নেই। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেহাত হওয়া সাহাবুদ্দিন হল সম্প্রতি দখল করে নিয়েছে আওয়ামী লীগ নেতা। এতে আবসিক সুবিধা আরো ভেঙে পড়েছে বলে জানিয়েছে শিক্ষার্থীরা। ১৮৬৮ সালে স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা শিক্ষার্থীরা তীব্র আবাসন সমস্যায়

পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, বর্তমানে প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। এদের কেউ আবাসিক সুবিধা পাচ্ছে না। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা শিক্ষা জীবন শেষ করছে আবাসন সুবিধার বাইরেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স শেষ পর্বের শিক্ষার্থী এনামুল হক (বকুল) জানান, আমরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে শিক্ষা জীবনে আবাসিক সুবিধা বলতে কি, তা পাইনি। পরবর্তী শিক্ষার্থীরা পাবে কিনা তার উদ্যোগও দেখা যাচ্ছে না। এক সময় রাজধানীর অদূরে নারায়ণগঞ্জ থাকতেও পরিবহন সুবিধা পাইনি। বাজেটে এ ব্যাপারে তেমন বরাদ্দ রাখা হয় না। এভাবেই কাটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন।

জানা গেছে, বিলুপ্ত জগন্নাথ কলেজের ১২টি আবাসিক হল রয়েছে। প্রায় দুই দশক ধরে সেগুলো ভূমি জালিয়াত চক্রের দখলে। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি সিএ ফার্মের সাথে চুক্তি করে। পরে দীর্ঘ ৮ মাস পর সিএ ফার্ম ৬টি হলের কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন জমা দেয়। এর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি সিরাজুল ইসলাম খান ২০০৮ সালের ৮ মার্চ সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে সরকারের সহযোগিতা চান। বিষয়টি এখন পর্যন্ত কমিটির পর কমিটি গঠনের মধ্যে রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়টি পুরনো ঢাকায় হওয়ায় ও রাজধানীতে থাকায় সকলে আবাসন সুবিধা পেতে চায়। কিন্তু তৎকালীন কলেজের হল উদ্ধার না হওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নতুন হল নির্মাণের কোন অগ্রগতি না থাকায় শিক্ষার্থীদের শুরুতেই আবাসন সমস্যায় পড়তে হয়। ফলে ঢাকা শহরের কোলাহলযুক্ত পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা যেন শিক্ষার্থীদের নিত্যসঙ্গী। সে জন্য শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া চরম ব্যাহত হচ্ছে বলে ছাত্র-ছাত্রীরা অভিযোগ করেছে। আবার শহরের বাসার মালিকরা বিভিন্ন রকম অজুহাতে শিক্ষার্থীদের বাসা ভাড়া দিতে চায় না। আর যদিও বা দেয় তবে তাও আবার ভাড়া বেশী চায়। পুরনো ঢাকার মেসে বসবাসকারী নিজাম উদ্দীন বলেন, মেসে যখন উঠি তখন বাড়ীওয়ালারা নানা শর্ত জুড়ে দেয়। শর্ত মেনে নিতে রাজি হলেও ভাড়া দ্বিগুণ গুনতে হয়।

সবচেয়ে বেশী সমস্যায় পড়ে ছাত্রীরা। ইংরেজী বিভাগের অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্রী জান্নাতুল ফেরদাউস (রিন্‌কু) জানান, যারা মেসে থাকে তাদের নিয়ে পিতা-মাতা উদ্বিগ্ন থাকেন। আর বাসা ভাড়া পেতে আমাদের অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়। তাছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা আবাসিক সুবিধা পেয়ে থাকে আমরা কেন পাইনা তা যেন দেখার কেউ নাই।

আবার হল থেকেও না পাওয়া এবং ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকায় অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী পুরনো ঢাকা ছেড়ে শহরের অন্যান্য স্থানে থাকেন। যে কারণে ক্যাম্পাসটি দিন দিন পরিবহন নির্ভর হয়ে পড়েছে। আবাসন ব্যবস্থা অপ্রতুল হওয়া এ যেন ছাত্রদের ভ্যাগ্যের নির্মম পরিণতি।

কুমিল্লায় ১২ হাজার মাদকাসক্তের মধ্যে চিকিৎসা নিচ্ছে মাত্র ১১৮ জন

মামলার তালিকায় মহিলা বিক্রেতারা শীর্ষে

সাদিক মামুন, কুমিল্লা থেকে

কুমিল্লায় প্রায় ১২ হাজার তরুণ, যুবক, কিশোর ও মধ্যবয়সী লোক বিভিন্ন প্রকার মাদকে আসক্ত। এর মধ্যে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সহায়ক বা নিরাময় ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের লাইসেন্সপ্রাপ্ত পাঁচটি কেন্দ্রে ভর্তি হওয়া আসক্তের সংখ্যা মাত্র ১১৮ জন। অন্যদিকে মাদকের চাহিদার সাথে পাল্লা দিয়ে মাদক বাণিজ্যে প্রতিনিয়ত বাড়ছে মহিলাদের সংখ্যা। কোতোয়ালি মডেল থানায় দায়েরকৃত মামলায় শীর্ষে রয়েছে পাঁচ মহিলা মাদক ব্যবসায়ী।

পারিবারিক বলয়ে রেখে একজন আসক্তকে নেশার জগত থেকে ফিরিয়ে আনা অনেক ক্ষেত্রে আসক্তদের পরিবারের লোকজনের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই নানা কৌশলে নেশাসক্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করে তোলার জন্য মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করানো হয়। কুমিল্লায় যে পাঁচটি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র (রিহাব সেন্টার) রয়েছে তাতে তুলনামূলক হারে আসক্তের সংখ্যা নিতান্তই কম। দেড় বছর আগের এক জরিপ থেকে জানা যায়, কুমিল্লায় বিভিন্ন প্রকার মাদকে আসক্তের সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। দেড় বছর পর আসক্তের সংখ্যা কমেনি বরং বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১২ হাজার। ২০০২ সাল থেকে কুমিল্লা মাদকাসক্তদের সুস্থ করে তোলার লক্ষ্যে নিরাময় কেন্দ্র পরিচালনার কাজ শুরু করে নেশা থেকে মুক্ত যুবকদের একটি অংশ। যারা রিকভারি হিসাবে পরিচিত। ধীরে ধীরে নিরাময় কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১৫টিতে। ২০০৬ সাল থেকে মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রগুলোর ওপর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের নজরদারি বৃদ্ধি পেলে কয়েকটি কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে আরো কয়েকটি সেন্টার নানা অনিয়মের অভিযোগ ও আর্থিক সংকটের কারণে বন্ধ করে দেয়া হয়। ২০০৭ সালে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর থেকে বলা হয়, বেসরকারীভাবে গড়ে ওঠা মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলো মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা বিধিমালা অনুযায়ী তাদের কার্যক্রম চালানোর জন্য লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। এ মর্মে ওই বছরেই লাইসেন্স গ্রহণ করে হাউজিং এস্টেট এলাকার দর্পণ, হৃদয়, চর্থার আদর এবং পরবর্তীতে জাঙ্গালিয়ার জন্ম ও মধ্যম আশ্রাফপুরের পুনঃজীবন মাদকাসক্ত নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র লাইসেন্স গ্রহণ করে আসক্তদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করে। বর্তমানে কুমিল্লার ৫টি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে আসক্তের সংখ্যা মাত্র ১১৮ জন। অথচ কুমিল্লায় বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্যের নেশায় আসক্তের সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার। এ প্রসঙ্গে হাউজিং এস্টেট এলাকার দর্পণ মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্রের পরিচালক আয়ুব রশিদ, নাইমুর রহমান মাহমুদ তুহিন, জহির উদ্দিন মিল্টন, গোলাম মহিউদ্দিন জীবন জানান, তাদের সেন্টারে বর্তমানে আসক্তের সংখ্যা ২৫ জন। এর মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের আসক্ত রয়েছে কয়েকজন। কেন্দ্রের পরিচালকরা জানান, আমরা পরিবেশ ও চিকিৎসা পদ্ধতির মান ধরে রাখার জন্য আসক্তের সংখ্যা বাড়াই না। আমাদের এখানে বেশীরভাগ আসক্তই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। একই এলাকায় অবস্থিত হৃদয় মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্রে বর্তমানে আসক্তের সংখ্যা ২২ জন। এর মধ্যে রিকভারি ১২ জন। কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ডা. রুহুল আমি ভূঁইয়া রিপন জানান, আগের তুলনায় আসক্তের সংখ্যা অনেক কমেছে। কিন্তু আসক্তরা কেন সুস্থ হতে চায় না এটা বুঝতে পারছি না। চর্থা এলাকার আদর মাদকাসক্ত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান রেজাউল করিম সেলিম জানান, তার সেন্টারে বর্তমানে আসক্তের সংখ্যা ৩৫ জন। জাঙ্গালিয়ার জন্ম মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্রে বর্তমানে ২১ জন আসক্ত ভর্তি রয়েছেন। কেন্দ্রটি পরিচালনা করছেন সাইফুল হাছান, শোয়েব আহমেদ জুয়েল, মনজুরুল কবীর মামুন ও মাসুদ আহমেদ। কুমিল্লা শহরের দক্ষিণপ্রান্তে মধ্যম আশ্রাফপুর আশ্রয় ভবনে নতুন আঙ্গিকে কার্যক্রম চালাচ্ছে পুনঃজীবন সমন্বিত আসক্তি ও পুনর্বাসন কেন্দ্র। এটির নির্বাহী পরিচালক ইকরামুল হাসান কাদের ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্রাদার মোঃ জহির উদ্দিন। গত বছরের নভেম্বরে এ কেন্দ্রটি লাইসেন্স গ্রহণ করে। কেন্দ্রের কর্মকর্তারা জানান, তাদের নিজস্ব জমিতে সবজি এবং পুকুরে মাছের চাষ করা হয়। পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান হিসেবে এখানকার নেশামুক্ত রিকভারিগণ এ কাজে নিয়োজিত। বর্তমানে পুনঃজীবন কেন্দ্রে ২৫ জন আসক্ত ভর্তি রয়েছে। মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর কুমিল্লা অঞ্চলের উপ-পরিচালক আবদুল খালেক বলেন, কুমিল্লায় হাত বাড়ালেই মাদক দ্রব্য পাওয়া যায়। মাদকের সহজলভ্যতার কারণেই আসক্তের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু সুস্থ জীবন ফিরে পেতে নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে আসক্তের সংখ্যা নেহাতই কম। কারণ এদের একটি অংশ নেশার টাকা যোগাতে চুরি ছিনতাই করছে। এরা সুস্থ হতে চায় না। আরেকটি অংশ উচ্চবিত্ত পরিবারের সদস্য হওয়ায় মাদকের নেশাকে স্মার্টনেস ভেবে তাতে ডুবে রয়েছে। আবার হতদরিদ্র পরিবারের অনেকেই মাদকাসক্ত হয়ে অর্থের অভাবে নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি হতে পারছে না। মূলত এসব কারণেই মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে আসক্তের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

এদিকে মাদক বাণিজ্যে কুমিল্লার বিভিন্ন এলাকার মহিলারা জড়িত থাকলেও মাদক ব্যবসায়ী ও বিক্রেতার তালিকায় শহরের গর্জন খোলার চন্দ্রা বেগম, শাহিন বেগম ও রেইসকোর্সের বেবী মাদক মামলায় শীর্ষে রয়েছে। মাদক সম্রাজ্ঞী হিসাবে পরিচিত এদের অধীনে মাদকের ক্যারিয়ার হিসাবে কাজ করছে অন্তত দু'হাজার মহিলা। কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানা সূত্রে জানা যায়, কুমিল্লা শহরের গর্জনখোলার নাসির উদ্দিন

ও কর্ফুলেনেছার মেয়ে চন্দ্রা বেগমের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় ১৬টি মামলা রয়েছে। তার বিরুদ্ধে প্রথম মামলা হয় ২০০১ সালে। এরপর একে একে ১৬টি মামলা হয় তার বিরুদ্ধে। গ্রেফতারও হয় কয়েকবার। কোন মামলা বিচারাধীন আবার কোনটার বিচার শেষ হয়ে গেছে। কুমিল্লা শহরের পশ্চিম রেইসকোর্স রেললাইনের পূর্ব পাশের মোসলেম মিয়ার স্ত্রী জিনাতুন্নেসা বেবীর বিরুদ্ধে মামলা আছে ১০টি। সর্বশেষ তার বিরুদ্ধে জুন মাসে ২টি মামলা হয়েছে। গর্জনখোলার আতিকুর রহমান আতিকের স্ত্রী শাহিনা বেগম শাহিনের বিরুদ্ধে মামলা আছে ৬টি। শাসনগাছার পারুলী বেগম-এর বিরুদ্ধে মামলা ৬টি। গর্জনখোলার মনির হোসেনের স্ত্রী রৌশনীর মামলা ৫টি। শাসনগাছার শাহ আলমের স্ত্রী সেনোরা বেগমের বিরুদ্ধে মামলা ১টি। তার গ্রামের বাড়ী দেবিদ্বারের জাফরগঞ্জে। সে চকবাজার শাপলা মার্কেটের পাশে থাকে বা থাকত। কুমিল্লা শহরের শাসনগাছার রত্নার বাড়ীর পাশে নার্গিসের বিরুদ্ধে মামলা একটি। এসব মামলার সর্বশেষ অবস্থা জানা যায়নি। এছাড়াও মাদকের মামলায় আসামী হয়েছে এমন বিক্রেতাদের মধ্যে রেইসকোর্স পশ্চিম পাড়ার জ্যোৎস্না, আকলিমা, মুক্তা বিবি, পাখী, শিউলী, রাহেলা, মাহিনী, গর্জনখোলার নাজু, মনি বেগম, কুট্টি বেগম, ছুট্টি বেগম, সংরাইশের আলেয়া, কাশেমের স্ত্রী, সুজানগরের জুলুবিবি, শাহানা, সকিনা, তেলিকোনার সেলি, জগন্নাথপুরের শিল্পী, বালুতুপার ভানু, নাজু, বারপাড়ার খোদেজা, চানপুর হারুন স্কুলের উত্তর পার্শ্বের এলাকার মাফিয়া, রুবি, সানু ও ভাণ্ডারীর স্ত্রী রয়েছে।

যে কোন অলির সাথে শত্রুতা

পোষণ করে আল্লাহ তায়ালা

তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেন

–খতীব বায়তুল মোকাররম

স্টাফ রিপোর্টার

বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব প্রফেসর আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ সালাউদ্দিন গতকাল জুমার খুতবায় মোজাহাদা বা সাধনার ওপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "হে আল্লাহর মোখলেছ বান্দাগণ যদি আল্লাহ তায়ালাকে সত্যি ভালবাসতে চান, তাহলে নবীকুল শিরমণি হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর সুন্নতের পায়রবী করুন। তখন আপনারা আল্লাহ তায়ালার রহমত লাভ করতে পারবেন।"

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন, যারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কঠোর চেষ্টা ও সাধনা করবে আমি তাদেরকে আমার দীদার লাভের যাবতীয় পথগুলো দেখিয়ে দেব। চেষ্টা বান্দার দায়িত্ব, সাফল্য আল্লাহর জিম্মায়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত– হযরত রাসূলে কারীম (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন অলির সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির ধ্বংস সুনিশ্চিত। আমার বান্দা যেসব আমল দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে তন্মধ্যে ফরজ আমলগুলোই সবচেয়ে বেশী প্রিয়। হযরত আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত– রাসূলে কারিম (সা:) ফরমান দোযখ অবৈধ কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা দ্বারা বেষ্টিত এবং বেহেস্ত দুঃখ-দৈন্য ও কষ্ট-ক্লেশ দ্বারা আবৃত। হযরত রাসূলে কারিম (সা:) বলেছেন যে, দুনিয়ার ভালবাসা, মোহ সমস্ত অন্যায়ের মূল। রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন। আমিন।

বাংলাদেশের সাধারণ

মানুষ অসাম্প্রদায়িক

মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে হিন্দু বৌদ্ধ পরিষদ

নিউজ ওয়ার্ল্ড

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্ট ব্লেইক গত ১ জুলাই বুধবার সকাল ১১টায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী বাংলাদেশীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। একঘণ্টা স্থায়ী এ সভায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত অভিবাসীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভয়েস অব অমেরিকার আনিস আহমেদ, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক ও মানবাধিকার সংগঠন যুক্তরাষ্ট্র হিদু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মুখপাত্র ড. দ্বিজেন ভট্টাচার্য, মেসাসুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. জালাল আলমগীর, মানবাধিকার সংগঠন দৃষ্টিপাতের প্রতিনিধি মাশুকুর রহমান ও নাদিয়া আফরীন খান, ফোবানা কনভেনর সাদেক খান ও ফোবানা স্ক্রীনিং কমিটির চেয়ারমেন ড. শাজাহান মাহমুদ, মানবাধিকার সংগঠন যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি স্বপন দাস, স্ট্রেংথেনিং সাউথ এশিয়ান কমিউনিটিজ ইন আমেরিকার প্রতিনিধি নাজিয়া খান, প্রাইমস্কেইপ সলুশনস-এর প্রতিনিধি মাশুকুর রহমান এবং ইউএস বাংলাদেশ অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের প্রতিনিধি সাব্বীর আহমেদ চৌধুরী ও মিস শামারুখ মহিউদ্দীন। তাছাড়া ও সভায় অমন্ত্রিত হয়েছিলেন ইউএস কমিশন অন্ রিলিজিয়াস ফ্রিডমের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক গবেষক ব্রিজিট কাস্টিন। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মুখ্য সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্যাট্রিক মুন, প্রাক্তন বাংলাদেশ ডেস্ক অফিসার পার্থ মজুমদার ও বর্তমান বাংলাদেশ ডেস্ক অফিসার মিস মিয়াই শীট্স।

সভায় স্বাগত বক্তব্যে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্ট ব্লেইক ঘোষণা করেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ বিষয়ক পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে অভিবাসী বাংলাদেশীদের পরামর্শ চান। তার পরপরই তিনি জানান যে, তার সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরের সময় তিনি সরকার, রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের সঙ্গে যেসব বিষয়ে আলোচনা করেন তার মধ্যে রয়েছে কী ভাবে রাজনৈতিক দলগুলি দেশের উন্নতির জন্য পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে পারে, ধর্মীয় সন্ত্রাস, মাদ্রাসার করিকুলাম সংস্কার, বিডিআর কর্তৃক সেনা সদস্যদের হত্যার তদন্ত, র‍্যাব, মানবাধিকার, দুর্নীতি দমন, রাষ্ট্রের সব সেক্টরে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, রফতানী বাণিজ্য, দুর্যোগ ম্যানেজমেন্ট ও শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার। তার পরই তিনি এক একে সবার কাছে তাদের বক্তব্য জানতে চান। অভিবাসীরা প্রধানত: ধর্মীয় সন্ত্রাসীদের শক্তি ও অর্থের উৎস, মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার, ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে শিক্ষাঙ্গনকে কর্মক্ষেত্রের জন্য উপযোগী শিক্ষাদানের লক্ষ্যে ব্যবহার, সংখ্যালঘু ক্ষমতায়ন, বস্ত্র রফতানী, ঢাকায় ইউএসআইএস-এর প্রসার ও সহযোগিতা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়াদির ওপর তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাস সম্পর্কে আলোচনার সময় বাংলাদেশে সুফি দরবেশেদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের ফলে সেখানে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবার মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান বলে একজন বক্তা দাবী করলে, সভার শেষ বক্তা, যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু-বৌদ্ধ -খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মুখপাত্র ড. দ্বিজেন ভট্টাচার্য বলেন, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যে অসাম্প্রদায়িক তা সর্বৈব সত্য এবং তার প্রমাণ হচ্ছে ১৯৭১ সালের নির্বাচনে তাদের দ্বিজাতিতত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান এবং ২০০৮ সালের নির্বাচনে আবারো মৌলবাদ ও ধর্মীয় সন্ত্রাসীদের দোসরদের প্রত্যাখ্যান করে সংসদের তিন-চতুর্থাংশ আসনে সেকুলার ডেমোক্রেটিক প্রার্থীদের জয়যুক্ত করা। তিনি বলেন যে, তবে ১৯৭২ সাল থেকেই দুর্ভাগ্যক্রমে সরকারগুলি কিন্তু ধারাবাহিকভাবেই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সংখ্যালঘুদের ওপর বৈষম্যমূলক আচরণ ও নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে; কোন কোন সরকার এমনকি প্রত্যক্ষভাবেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের ওপর বর্বর অত্যাচারে সন্ত্রাসীদের মদদও দিয়েছে।

তার বক্তব্যের সমর্থনে তিনি পাকিস্তানী কালো আইন শত্রু সম্পত্তি আইনকে ১৯৭২ সালে বাতিল না করে এই মানবতা ও সংখ্যালঘু বিরোধী এই আইনটিকে মধুরতর নামকরণ করে বলবৎ রেখে এ যাবৎ তার বলে প্রায় তিন মিলিয়ন একর জমি রাষ্ট্র কর্তৃক অধিগ্রহণ করে নেয়ার কথাটা বলেন। তার পর তিনি যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদের প্রকাশনা বাংলাদেশ : অ্যা পোট্রেইট অব কাভার্ট জেনোসাইডের কপি থেকে বানিয়ারচরের গীর্জায় বোমা-হত্যা, লক্ষ্মী বাজারে মিশনারী স্কুলে অগ্নিসংযোগ ও মা মেরীর মূর্তি ধ্বংস করা এবং ক্রুশকে অপবিত্র করে আগুনে পোড়া প্রভৃতি দৃশ্যের ছবিগুলি প্রদর্শন করেন। তিনি বর্তমান সরকারের প্রশংসা করে বলেন যে, বর্তমান মহাজোট সরকার মন্ত্রিসভায়, সচিব ও রাষ্ট্রদূত পদে সংখ্যালঘুদের মধ্য থেকে দু'একটি নিয়োগ দিয়েছে বটে, তবে মনে রাখা দরকার যে, প্রতিবেশী দেশ ভারতবর্ষ ও যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন সংখালঘুরা। সংখ্যালঘুদের সম-নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রের সব পর্যায়ে তাদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা উচিৎ। ড. ভট্টাচার্য বলেন, অ্যাম্বেসেডার মরিয়ার্টি যেভাবে হিন্দু ধর্মীয় রাষ্ট্র নেপালকে একটি সেকুলার ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্রে উত্তরণে সাহায্য করেছেন ঠিক সেভাবে বাংলাদেশের জনগণকে ফের একটি একটি সেকুলার ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তনে সহায়তা করা উচিৎ। তিনি বলেন যে, ১৯৭১ তিরিশ লাখ মানুষ একটি সেকুলার ডেমোক্রেটিক বাংলাদেশ সৃষ্টির জন্যই প্রাণ দিয়েছিল, এরই জন্য দু'লাখ নারী সম্ভ্রম হারিয়েছিল এবং প্রায় এক কোটি মানুষ ভারতে শরণার্থী হতে বাধ্য হয়েছিল। যেমনি ১৯৭১ এ তেমনি ২০০৮ এর ২৯ শে ডিসেম্বর বাংলাদেশের মানুষ একটি সেকুলার ডেমোক্রেটিক বাংলাদেশের পক্ষেই যুগান্তকারী রায় দিয়েছে, আর সে পথে এগুনোই হবে বালাদেশকে ধর্মীয় সন্ত্রাসমুক্ত করার পথে প্রথম সঠিক পদক্ষেপ।

সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্ট ব্লেইক বাংলাদেশের বস্ত্র

শিল্পের অসাধারণ সাফল্যের প্রশংসা করেন এবং অন্যান্য শিল্প সেক্টরেও এই মডেল অনুসরণ করলে সুফল পাওয়া যাবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। তিনি মাদ্রাসা সংস্কারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদ্রাসা শিক্ষকদের কাছ থেকেই কী ভাবে অধুনিকীকরণ করা যায় তার পরামর্শ চেয়ে সঠিক কাজটি করেছেন বলে উল্লেখ করে তার প্রশংসা করেন। তারপর তিনি জানতে চান, পাকিস্তানী অভিবাসীগণ যেভাবে একটি পাকিস্তান-অমেরিকা নামে নন-প্রফিট ফাউন্ডেশন গঠন করে এর মাধ্যমে এখানে অর্থ সংগ্রহ করে দেশে নির্ভরযোগ্য সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রেরণ করতে আগ্রহী কিনা এবং এই প্রকল্পে অংশীদার হতে রাজি কিনা। তার এই প্রস্তাবে সবাই আগ্রহ প্রকাশ করেন।

সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্ট ব্লেইক অভিবাসী বাংলাদেশীদের সঙ্গে তার এই মতবিনিময় কথোপকথন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে বলে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সভার শেষে যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি স্বপন দাস সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্ট ব্লেইককে সংখ্যালঘুদের দাবী দাওয়া সম্বলিত একটি স্মারকলিপি ও বাংলাদেশ : অ্যা পোট্রেইট অব কাভার্ট জেনোসাইডের কপি প্রদান করেন।

লালগড়ের পথে সামাজিক আন্দোলন নেত্রীসহ ১২ জন গ্রেফতার -

বিবিসি : ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ জানিয়েছে, সামাজিক আন্দোলনের নেত্রী মেধাপাটকারসহ ১২ জনকে শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গের আশঙ্কায় গতকাল দুপুরে আটক করা হয়েছে। তারা লালগড় যাচ্ছিলেন একটি বেসরকারী অনুসন্ধান মূলক প্রতিবেদন তৈরীর জন্য।

পশ্চিম মেদিনীপুরের লালগড়ে মাওবাদী দমনের নামে পুলিশ স্থানীয় মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে কিনা

তা খতিয়ে দেখতেই মেধাপাটকার, অনুরাধা তলোয়ার, চিত্র পরিচালক গোপাল মেনানসহ ১২ জনের ওই দলটি লালগড়ে যাচ্ছিল। ডেবরায় এই দলটির পথরোধ করে পুলিশ। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচুর সমর্থক ডেবরার একটি জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। ওই অবরোধের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এ সময় ওই দলের বেশ কয়েকজন সদস্য এবং একজন সাংবাদিক পুলিশের লাঠি আর বন্দুকের আঘাতে আহত হয়েছেন। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় লালগড়ে যেহেতু ১৪৪ ধারায় নিষেধাজ্ঞা জারি আছে এবং এই দলটি সেখানে গেলে শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গের আশঙ্কা আছে, সে কারণেই তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

এক মাস পর লাশ জীবিত করার ঘোষণা দিয়ে ওঝা উধাও : হুলস্থুল উত্তেজন

শরীয়তপুর জেলা সংবাদদাতা

মৃত্যুর এক মাস পরে সাপে কাটা রোগীকে জীবন্ত করার ঘোষণার পাঁচ দিন পরেও জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার সখিপুর থানার বেপারীকান্দি গ্রামে সাপের কামড়ে মৃত্যু বরণকারী আবুল বেপারীকে বাঁচিয়ে তোলার গুজবের অবসান হয়নি।

এ বিষয়টি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি প্রত্যক্ষ করতে শরীয়তপুর জেলাসহ আশপাশের জেলা মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও বরিশাল থেকে হাজার হাজার মানুষ মৃতের কবর স্থানের পাশে সমবেত হচ্ছে। এলাকাবাসী জানান, সখিপুর বেপারীকান্দি গ্রামে আবুল ফজল বেপারীর পুত্র আবুল বেপারী (৩০) মে মাসের ৩১ তারিখ সাপের কামড়ে মৃত্যুবরণ করে। তাকে ইসলামী শরিয়ত মতে জানাযা পড়িয়ে দাফন কাফন করার ১৮ দিন পর বেপারীরকান্দি গ্রামের মনির ওঝা মৃত আবুলকে ভাল করে দেয়ার ঘোষণা দেয়। আর এর জন্য প্রয়োজন হবে ২১ মণ দুধ, ২১ টি তামার ডেক ও ২১ পিছ সাদা ধুতি, যার মূল্য প্রায় ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪শ' টাকা। যার মধ্যে মৃতের আত্মীয়-স্বজনরা ওঝার নির্দেশ মতো ২১ টি তামার ডেক ভাড়া নেয় এবং ২১ পিস ধুতি ক্রয় ও বিভিন্ন হাট-বাজার থেকে ক্রয় করে ২১ মণ দুধ। কিন্তু ওঝার সন্ধান মিলছে না।

এদিকে ঘটনার পাঁচ দিন পরেও স্থানীয় প্রশাসন লাশ উত্তোলনের অনুমতি প্রদান করতে পারেনি। লাশ উত্তোলনে অনুমতি না দেয়ায় এলাকার আবেগতাড়িত জনগণ গত মঙ্গলবার দুপুরে উত্তেজিত হয়ে লাশ উত্তোলনের অনুমতি চেয়ে সখিপুর থানা ঘেরাও করতে এলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। একই দাবীতে তারা সোমবার ভেদরগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্যা ও সখিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমীর সরকারকে অবরুদ্ধ করে রাখে।

উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২ ঘণ্টার চেষ্টায় জেলা প্রশাসকের কাছ লাশ উত্তোলনের অনুমতি আদায়ের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে মুক্ত হয়ে আসেন। এদিকে নিহতের চাচা আবুল কালাম জানান, ওঝা বলেছেন, লাশ উত্তোলনের জন্য সরকারী অনুমতি লাগবেই। তা না হলে এ রোগী ভাল হবে না। তাই আমরা প্রশাসনের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেছি। অনুমতি দিলে প্রশাসনের সমস্যা কোথায়। অপরদিকে, শরীয়তপুর জেলার ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) স্বপন কুমার বড়াল জানান, আমরা এ ব্যাপারে একটি আবেদনপত্র পেয়েছি যা পুলিশ সুপারের মাধ্যমে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করব।

এদিকে গতকালও বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ ঠেকাতে সহকারী পুলিশ সুপার (গোসাইরহাট সার্কেলের) মোঃ রাশেদুল ইসলাম খানের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনীর একটি শক্তিশালী দল ঘটনাস্থলে অবস্থান নিয়েছে এবং স্থানীয় মসজিদের মাইক থেকে জনগণকে গুজবে কান না দেয়ার জন্য মাইকিং করে সচেতন করা হচ্ছে।

ইসলামী শিক্ষা বাদ দিয়ে
প্রভুদেশকে খুশী করার
চক্রান্ত কবির চৌধুরীর
–বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ

কবির চৌধুরী ও তার চক্রান্ত মুসলমানরা প্রতিহত করবে

স্টাফ রিপোর্টার

৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা থাকছে না, পর্যায়ক্রমে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা তুলে নেয়া হবে– কবির চৌধুরীর এ বক্তব্যে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বহু সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। পৃথক পৃথক সভা ও বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, কবির চৌধুরী তার প্রভুদের খুশী করতে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মুসলিম দেশ থেকে ইসলামী চিন্তা-চেতনা বিশ্বাস নির্মূলের চক্রান্ত করছে। কিন্তু কবির চৌধুরীর জানা থাকা দরকার, এদেশের কোটি কোটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান এ চক্রান্ত প্রতিহত করবে।

তাহফিজে হারামাইন পরিষদ

'৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা থাকছে না, পর্যায়ক্রমে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা তুলে নেয়া হবে'– জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক কবির চৌধুরীর ইসলামবিদ্বেষী এ বক্তব্যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ দারুণভাবে বিক্ষুব্ধ। তার এ বক্তব্য মুসলমানদের ঈমান-আকীদার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র। আন্তর্জাতিক ইসলাম বিদ্বেষী চক্রের দোসর হিসেবে বিদেশী প্রভুদের খুশী করা কবির চৌধুরীর এ চক্রান্ত এদেশের মুসলমানরা জীবন দিয়ে হলেও ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবে। মালিবাগ বায়তুল আজিম শহীদী জামে মসজিদের খতীব ও তাহফিজে হারামাইন পরিষদের সভাপতি মাওলানা সাদেক আহমদ সিদ্দিকী গতকাল খুৎবাপূর্ব বয়ানে একথা বলেন।

জাতীয় তাফসীর পরিষদ বাংলাদেশ

জাতীয় তাফসীর পরিষদ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মাওলানা আহমদ আবদুল কাইয়ুম জাতীয় নাস্তিক অধ্যাপক কবির চৌধুরীকে শিক্ষা কমিশন থেকে অপসারণ দাবী করেছেন। বিবৃতিতে তিনি জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় শিক্ষা থাকছে না বলে কবির চৌধুরীর উস্কানীমূলক বক্তব্যের তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করেছেন। তিনি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি পুনর্গঠনেরও দাবী করে বলেন, আমাদের দেশের জন্য শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হলে দেশের বিভিন্ন স্তরের সুযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা প্রশাসক, দেশবরেণ্য আলেম এবং সকল শিক্ষা বিষয়ে ওয়াকিফহাল জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি নতুন শিক্ষা কমিশন গঠন করে তাদেরকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে বাস্তবভিত্তিক মূল্যায়ন করে জাতীয় চাহিদার আলোকে একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে। সাথে সাথে তিনি স্বঘোষিত নাস্তিক কবির চৌধুরীর অপসারণ দাবী করেন। গতকাল সকালে পুরানা পল্টনে সংগঠনের এক সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন।

বাংলাদেশ কওমী কাউন্সিল

বাংলাদেশ কওমী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুস সামাদ ইসলাম ও মানবতার জাতীয় নাস্তিক অধ্যাপক কবির চৌধুরীকে শিক্ষা কমিশন থেকে অপসারণের দাবী করেছেন।

গতকাল বিকেলে সংগঠনের চকবাজারস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে বাংলাদেশ কওমী কাউন্সিলের এক জরুরী সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের মাওলানা উবায়দুল্লাহ শাকির, মাওলানা জোবায়ের গণী, মাওলানা তাওহীদুর রহমান, মাওলানা মাহদী হাসান প্রমুখ।

প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুস সামাদ বলেন, কবির চৌধুরীর বক্তব্যে ইসলামী মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য পরিপন্থী চক্রান্ত কাজ করছে। তিনি বলেন, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনের ভিত্তিতে রচিত কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ইসলামী চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস নির্মূলের গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তা বাস্তবায়নের কথা বলা হচ্ছে।

ইসলামী ছাত্র মজলিস

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক কবির চৌধুরীর ধর্মশিক্ষা নিয়ে বক্তব্যে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিসের কেন্দ্রীয় সভাপতি তাওহীদুল ইসলাম তুহিন, সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ শায়খুল ইসলাম। নেতৃদ্বয় বলেন, নতুন একমুখী শিক্ষানীতির চালুর নামে ইসলামী শিক্ষা বন্ধ এবং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা চালুর ষড়যন্ত্র এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান মেনে নেবে না। প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে তা প্রতিহত করা হবে। নেতৃবৃন্দ কবির চৌধুরীর অপসারণ ও ধর্মহীন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের ষড়যন্ত্র বন্ধের আহ্বান জানান।

ইসলামী ছাত্রসমাজ

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসমাজের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ ইলিয়াছ আতহারী ও মহাসচিব মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এক বিবৃতিতে অধ্যাপক কবির চৌধুরীর লাগামহীন বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, শিক্ষামন্ত্রী ও কবির চৌধুরীর এ বক্তব্যের দ্বারা ইসলামী মূল্যবোধ ও ধর্মীয় তামাদ্দুনের উপর ব্যাপক আঘাত হানা হয়েছে। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশে ইসলামী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে কোন শিক্ষা এদেশের জনগণ মেনে নেবে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, অবিলম্বে জাতীয় শিক্ষা প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান কবির চৌধুরীকে অপসারণ করতে হবে। একমুখী শিক্ষানীতির নামে ড. কুদরত-ই-খুদার নাস্তিক্যবাদী শিক্ষানীতি এদেশের জনগণ ও ছাত্রসমাজ মেনে নেবে না।

পদ্মায় পানি বৃদ্ধি ও ফেরী স্বল্পতা

পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌরুটে

যাত্রী ও যানবাহন পারাপার

ব্যাহত : দু'পাড়ে যানজট

মানিকগঞ্জ জেলা সংবাদদাতা : উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও টানা বর্ষণে পদ্মায় পানি বৃদ্ধি ও ফেরী সংকটের কারণে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌরুটে যাত্রী ও যানবাহন পারাপার ব্যাহত হচ্ছে। ফলে উভয় ঘাটে পণ্যবাহী ট্রাক, বাস, মাইক্রোবাস, প্রাইভেটকার আটকা পড়েছে। এতে ঘাট দু'টিতে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

বিআইডব্লিউটিসি আরিচা অফিসের জেনারেল ম্যনেজার মোঃ আশরাফ উল্লাহ খান জানান, গত ৪৮ ঘণ্টায় পদ্মায় ৩০ সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকায় পানির লেবেল অনুযায়ী পাটুরিয়া ও দৌলতদিয়া ঘাটের পন্টুনগুলো ঘন ঘন উঠানামা করতে হচ্ছে। এতে ফেরীতে যানবাহন লোড- আনলোডে অসুবিধা হচ্ছে। তাছাড়া এই এই রুটে চলাচলকারী ১২টি রো রো ফেরীর মধ্যে বর্তমানে ৫টি সচল রয়েছে। অপর ৭টি ফেরীর মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর, এনায়েতপুরী, শাহ মখদুম ও বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ডে, ভাষা শহীদ বরকত ও খান জাহান আলী পাটুরিয়ার ভাসমান কারখানা মধুমতিতে এবং ফেরী শাহ পরান চট্টগ্রামের একটি বেসরকারী ডকইয়ার্ডে মেরামতে রয়েছে। ফলে পাটুরিয়া দৌলতদিয়া নৌরুটে যানবাহন পারাপার অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। প্রতি দিনই কমবেশী যানজট লেগেই থাকছে।

গতকাল বিকেলে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পাটুরিয়া ও দৌলতদিয়া ঘাটে ৪ শতাধিক পণ্যবাহী ট্রাক ও ২ শতাধিক যাত্রীবাহী যানবাহন পারাপারের অপেক্ষায় আটকে ছিল।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদ-নদীর শ্বাস-প্রশ্বাস

বন্ধ করে জীবন্ত মৃত্যু ঘটাচ্ছে পাটা ও বাঁধ

মিজানুর রহমান তোতা

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদ-নদীর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে জীবন্ত ঘটাচ্ছে পাটা ও বাঁধ। এমনিতেই খনন ও ড্রেজিং করে নদ-নদী বাঁচানোর কোন উদ্যোগ নেই। তার ওপর পাটা ও বাঁধ নির্মাণসহ বিভিন্ন পন্থায় নদী দখল ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করছে। নদ-নদীর বুকের পাথর সরছে না। বরং দিনে দিনে বাড়ছে। এতে নদ-নদীর স্বাভাবিক গতি থেমে যাচ্ছে। নদী বিশেষজ্ঞ ও সচেতন ও পর্যবেক্ষক মহলের বক্তব্য নদী বাঁচানোর জন্য খনন ও ড্রেজিং-এর চেয়ে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন পাটা ও বাঁধ অপসারণের। তা না হলে নদ-নদী রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। যশোর, খুলনা, মাগুরা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, নড়াইল ও সাতক্ষীরাসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ছোট-বড় এবং পদ্মার শাখা-প্রশাখা ও অভিন্ন নদ-নদীর সংখ্যা শতাধিক। এমন কোন নদী খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে বাঁধ ও পাটা নেই। তাছাড়া নদী দখল করে বাড়ী-ঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে মাইলের পর মাইল। গোটা অঞ্চলের নদ-নদীর কোন কোন অংশে যতটুকু প্রবাহ ছিল তাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অপরিকল্পিত ব্রিজ, পাটাতন দিয়ে মাছ চাষ, অবৈধ দখল, স্লুইস গেট ও পোল্ডার এবং ভেড়িবাঁধ নির্মাণ করার কারণে। প্রায় সব নদ-নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে গেছে বেশ আগেই। নদ পাড়ের সাধারণ মানুষের কথা 'নদ-নদী কার্যত অভিভাবকহীন। যখন যে যেমন পারে নদপাড় দখল করে নিচ্ছে'।

আসলেই কোথাও নদ-নদী তার আপন গতিতে চলতে পারছে না। এতে শুষ্ক মৌসুমে পানি সংকট তীব্র হচ্ছে। বর্ষা মৌসুমে সৃষ্টি হচ্ছে স্থায়ী পানিবদ্ধতা। নদীপথের চলাচল হচ্ছে বিঘ্নিত। নদীতে স্রোত না থাকায় কচুরীপনা ও ময়লা জমে মশার বংশবৃদ্ধি ঘটছে। নদ-নদীর প্রাণশক্তি ক্রমাগতভাবে কমে যাওয়ায় পরিবেশগত বিপর্যয়

ঘটছে। শীতে তাপমাত্রা নিচে নেমে যাচ্ছে। গরমে দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হচ্ছে এ অঞ্চলে। এবারের গ্রীষ্মে স্বাধীনতার পর ৪৩ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হয়। বিশ্বের বৃহত্তম ফরেস্ট সুন্দরবন পড়ছে হুমকির মুখে। লবণাক্ততা গ্রাস করছে নতুন নতুন এলাকা। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিও হয়ে পড়ছে স্থবির। বনজ ও মৎস্য সম্পদেরও অপূরণীয় ক্ষতি করছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড, হাইড্রোলজি বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান ও নদী নিয়ে কাজ করা বেসরকারী সংগঠন কেউই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন নদ-নদীতে কত সংখ্যক পাটা ও বাঁধ আছে তার হিসাব দিতে পারেনি। তবে বলেছে, কোন হিসাব নেই, তবে হাজার হাজার।

নদীতে পাটা ও বাঁধ দেয়ায় চলতি বর্ষা মৌসুমে ঐতিহ্যবাহী কপোতাক্ষ নদের অবস্থা খুবই করুণ হয়ে পড়েছে। শত শত কিলোমিটার কপোতাক্ষ নদপাড়ের এলাকা পানিবদ্ধতা মারাত্মক রূপ নিয়েছে। যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনার কপিলমুনী, তালা, কলারোয়া, পাটকেলঘাটা, কেশবপুর, মনিরামপুর ও ঝিকরগাছাসহ বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকার ফসলী জমি পানিবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কপোতাক্ষ ছাড়াও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মাথাভাঙ্গা, চিত্রা, কুমার, ফটকী, মধুমতি, ভৈরব, নবগঙ্গা, কপোতাক্ষ ও বেতাইসহ পদ্মা ও গড়াইয়ের শাখা নদ-নদীর অবস্থাও খারাপ। পানি ধারণ ক্ষমতা না থাকা এবং নদীর বুকে বাঁধ ও পাটা দেয়ায় পানি নিষ্কাশন হতে পারছে না। গত কয়েকদিন সরেজমিন কপোতাক্ষ, ভৈরব, বেতনা, মুক্তেশ্বরী ও হরিহরসহ বিভিন্ন নদীপাড়ে ঘুরে দেখা গেছে জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন পয়েন্টের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বিভিন্ন সংগঠনের নামে বেআইনীভাবে দখল কিংবা সরকারী দফতর থেকে ইজারা নিয়ে নদীর বুকে পাটাতন এমনকি আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। কপোতাক্ষ বাঁচাও আন্দোলন এবং ভৈরব নদ রক্ষা কমিটিসহ বিভিন্ন সংগঠন বহুবারই স্মারকলিপি দেয়া ও সাংবাদিক সম্মেলনসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করেও কোন ফল পায়নি। যশোরের ভৈরব নদ রক্ষা আন্দোলনের আহ্বায় প্রফেসর আফসার আলী জানিয়েছেন, নদীকে বাঁচাতে হবে। তা না হলে আমাদের কৃষি, শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, কপোতাক্ষ ও ভৈরব নদের পাশাপাশি সীমান্তবর্তী বেতনা নদীর অবস্থা ভয়াবহ। শার্শা ও বেনাপোলের অংশে বেতনা নদীর দুই পাড়ের জমি দখল করে অসংখ্য বাঁধ দিয়ে ছোট ছোট পুকুর তৈরী করে মাছ চাষ করা হচ্ছে। এলাকার কয়েকজন মন্তব্য করলেন 'বেতনা নদীর সিংহভাগই লুট হয়ে গেছে'। কেউ মাছ চাষ করছে। কোথাও এলাকার অনেকে পারাপারের সুবিধার জন্য নদীর বুকচিরে রাস্তা তৈরী করে নিয়েছে। মাঝে মধ্যে ভৈরব ও কপোতাক্ষ নদসহ বিভিন্ন নদ-নদীর বেশকিছু স্থানের পাটা বা বাঁধ অপসারণ করা হয়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার যা তাই অবস্থা দাঁড়ায়। নদপাড়ের ক্ষতিগ্রস্ত ও পানিবন্দি মানুষের দাবী, নদ-নদী কোন নির্দিষ্ট পয়েন্টে নয়, গোটা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সব নদীর বুক থেকে পাটাতন ও আড়াআড়ি বাঁধ তুলে দিতে হবে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও নদীপথের চলাচলসহ কোটি কোটি মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে। এদিকে, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের মতে, নদী ভরাট, নদী দখল, পানিবদ্ধতাসহ বিভিন্ন কারণে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে দ্রুত জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। মাটি ও বায়ু গরম হচ্ছে। বদলে যাচ্ছে পরিবেশ। বাড়ছে মানুষের ভোগান্তি। ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হচ্ছে। পরিস্থিতি দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছে। যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া না হলে আরো ভয়াবহ দুর্যোগ ও পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে গোটা অঞ্চল। ফলে এখন থেকেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির দিকে সরকারকে বিশেষ নজর দেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে।

বিদেশে শ্রম বাজারের জন্য ক্ষতিকর ও গডফাদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে –পররাষ্ট্রমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ দীপু মণি বলেছেন, প্রবাসে দেশের শ্রমবাজারের জন্য ক্ষতিকর গডফাদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার। বিদেশে বেআইনী কর্মকাণ্ডেরত বাংলাদেশীদের বিষয়ে দূতাবাসগুলোকে রিপোর্ট দিতে বলবে সরকার। এসব রিপোর্ট পাওয়ার পর উক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। গতকাল শেরাটন হোটেলে অনাবাসী বাংলাদেশী শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশী দূতাবাসের ভূমিকা উন্নয়ন শীর্ষক সেমিনারে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ দীপু মণি প্রধান অতিথি হিসেবে একথা বলেন। সাবেক সচিব মোহাম্মদ জমিরের সভাপতিত্বে এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি'র সভাপতি এইচ মাহমুদ আলী, বায়রার সভাপতি গোলাম মুস্তাফা, সাবেক রাষ্ট্রদূত মাসুদ আজিজ, ড. আরিফুর রহমান ও প্রবাসী ফখরুল বাশার মাসুম। প্রবন্ধ পাঠ করেন ড. সি আর আবরার।

ডাঃ দীপু মণি বলেন, বাংলাদেশী শ্রমিকদের অভিবাসন ব্যয় যে কোন দেশের তুলনায় অনেক বেশি। যা শ্রমিকদের সাথে প্রতারণা করার শামিল। তিনি বলেন, শুধু মধ্যপ্রাচ্যে নয়; বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই শ্রমবাজারগুলোকে ঘিরে মধ্যস্বত্বভোগীরা রয়েছে। যা বাংলাদেশী শ্রমিকদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করছে। তাই বিদেশে শ্রমিক প্রেরণের পুরো প্রক্রিয়াটিই খতিয়ে দেখতে হবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, গত ৬ মাসে বাংলাদেশ থেকে ২ লাখ ৩৭ হাজার শ্রমিক বিদেশে গেছে। এসময়ে দেশে ফেরত এসেছে মাত্র ৩৮ হাজার। প্রবন্ধে বলা হয়, বিদেশে বাংলাদেশী দূতাবাসগুলোকে অবশ্যই অভিবাসী শ্রমিক বান্ধব হতে হবে। বিদেশে শ্রমবাজারে বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী যে কোন অশুভ চক্রান্ত ভেঙ্গে দিতে হবে। সাবেক রাষ্ট্রদূত মাসুদ আজিজ বলেন, জাপান, ইরাক ও লিবিয়াসহ বেশ কিছু দেশে নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তা কাজে লাগাতে হবে। প্রবাসী শ্রমিকদের হয়রানি বন্ধে বিমানবন্দরে ওয়ান স্টপ সার্ভিস কার্যকর করতে হবে।

অভিবাসন নীতিমালা ও সচেতনতা সৃষ্টি শীর্ষক অপর এক সেমিনারে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ বলেন, প্রবাসীরা ২০০৮ সালে ৯.২ বিলিয়ন ডলার আইনানুগ মাধ্যমে পাঠিয়েছে। হুন্ডির মাধ্যমে পাঠিয়েছে আরো প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার। প্রবাসীদের কষ্টে উপার্জিত ও দেশে পাঠানো অর্থ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন, যাতে দেশ লাভবান হতে পারে। এতে আরো বক্তব্য রাখেন অভিবাসী মহিলা শ্রমিক এসোসিয়েশনের প্রকল্প পরিচালক সুমাইয়া ইসলাম ও আনোয়ারা বেগম। এছাড়া 'অনাবাসী বাংলাদেশ শ্রমিকদের মানবাধিকার সংরক্ষণ ও প্রতারণা মোকাবেলা : স্বদেশে ও বিদেশে' শীর্ষক অপর সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। এতে আরো বক্তব্য রাখেন, প্রফেসর ড. আব্দুল মোমেন, প্রবাসী মোর্শেদ আলম।

বাসাবোতে গাঁজা আলম ও

দালাল টুটুল বেপরোয়া

মাদক ব্যবসা চুরি জমি দখল ছিনতাই চাঁদাবাজির কাছে

এলাকাবাসী অসহায় : পুলিশের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : বাসাবো এস আর এ মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জায়গা দখলসহ চুরি, মাদক ব্যবসা, ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও অসামাজিক কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ করছে গাঁজা আলম ও দালাল টুটুলের বাহিনী। র‍্যাবের হাতে বাসাবো এলাকার মাদক সম্রাজ্ঞী মাফিয়া চুন্নী গ্রেফতারের পর তার অনুপস্থিতিতে থানা পুলিশের প্রত্যক্ষ মদদে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে তার এসব সহযোগী। পুলিশ ও র‍্যাবের সোর্স পরিচয় দিয়ে বাসাবো-মাদারটেক-খিলগাঁও এলাকায় দালাল টুটুল (আ. খ. ম ওসমান গনি টুটুল) বেপরোয়া হয়ে উঠছে। থানায় অভিযোগ থাকার পরও অদৃশ্য কারণে পুলিশ এ চক্রটির ব্যাপারে নীরব থাকছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। ববং পুলিশের সাথেই তাদের প্রকাশ্যে চলাফেরা করতে দেখা যায়। ফলে নিরাপত্তাহীনতার মাঝে দিন অতিবাহিত করছেন অভিযোগকারীরা।

গাঁজা আলমের অত্যাচারের কাহিনী বলতেও লজ্জা পান প্রতিবেশী ও ভুক্তভোগীরা। ১১১/১, মধ্য বাসাবোর চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী গাঁজা আলম ওরফে দিগম্বর আলম বাড়ীর ছাদের উঠে প্রকাশ্যে উলঙ্গ হয়ে প্রতিবেশীদের কুরুচিপূর্ণ গালমন্দ করেন। এ ব্যাপারে পুলিশকে অভিযোগ করলে উল্টো হেনস্থা করে পুলিশ। গাঁজা আলমের ভাই স্থানীয় যুবদল নেতা দালাল টুটুল ও মাহবুব। স্থানীয়রা জানান, বিগত জোট সরকারের আমলে বিএনপির নাম ভাঙিয়ে সবুজবাগ থানা এলাকায় পুলিশের সহায়তায় নিরীহ মানুষকে হয়রানি, চাঁদাবাজি ও মাদক ব্যবসার একচেটিয়া রাজত্ব কায়েম করে। বিগত সময়ে দালালী করে পুলিশের সাথে গড়ে ওঠা সখ্য কাজে লাগিয়ে এ চক্রটি এখনো বাসাবো এলাকায় মাদক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। বাসাবো এস আর এ মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কুল ভবন ভেঙে প্রায় ১২০ ফুট জায়গাও দখল করে নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত ঘর বানিয়ে বসবাস করছে তারা। প্রতি রাতে বিদ্যালয়টিতেও সন্ত্রাসী চক্রটি মাদক সেবনসহ নানা অসামাজিক কর্মের আসর বসায়। স্থানীয়রা জানান, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে বেশকিছু অভিযোগ থাকলেও পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। স্থানীয়দের অভিযোগ মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে পুলিশ এসব সমাজবিরোধীদের গ্রেফতারের পরিবর্তে বন্ধুর মত আচরণ করছে। বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরও কিভাবে যুবদল নেতা নামধারী সন্ত্রাসীরা এখনো প্রকাশ্যে মাদক ব্যবসা, চাঁদাবাজিসহ সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তা এলাকাবাসীর কাছে প্রশ্ন।

পুলিশের দালাল টুটুলের সহায়তায় সবুজবাগ-খিলগাঁও এলাকার ছিনতাইকারী ও গাঁজার ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে গাঁজা আলম। বিগত ১৯৯৬ সালে খিলগাঁও রেলগেট এলাকার আলোচিত বোমা হামলা হত্যা মামলার অন্যতম হোতা ছিল দালাল টুটুল।

স্থানীয়রা জানান, যুবদল নেতা পরিচয়ে দালাল টুটুল বিগত ৪ দলীয় জোট সরকারের আমলে মির্জা আব্বাসের নাম ব্যবহার করে সবুজবাগ থানা পুলিশকে দিয়ে গ্রেফতার বাণিজ্য করে অঢেল টাকার মালিক হয়। সবুজবাগ পুলিশকে সে নিজের বাহিনীর মতো ব্যবহার করত। বাসাবো, সবুজবাগ, নন্দীপাড়া, মাদারটেক এলাকায় নতুন কোন বাড়ী নির্মাণ করতে হলে তাকে চাঁদা দিতে হয়। চাঁদা না দিলে নির্মাণাধীন বাড়ীঘর ভেঙে দিয়ে যায়। ডিসিসি'র কোন উন্নয়নমূলক কাজ করতে হলেও তাকে সন্তুষ্ট করতে হয়।

দালাল টুটুল আর গাঁজা আলম বাহিনীর অত্যাচারে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন ১০৬ মধ্য বাসাবোর বাসিন্দা বাসাবো এস আর এ মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মুন্সী আব্দুল বারী মাস্টারের পরিবার। সন্ত্রাসী গাজা আলম ও দালাল টুটুলের চাহিদামাফিক মোটা অংকের চাঁদার দাবী মেটাতে না পারায় বারী মাস্টারের ছেলে এডভোকেট মুন্সী আব্দুল মতিন বাড়ী নির্মাণকাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। কাজ শুরু করতে গেলেই সন্ত্রাসীরা এসে বাধা দিচ্ছে।

এ ব্যাপারে সবুজবাগ থানার ওসি আসাদুজ্জামান জানান, আমি আজকে (শুক্রবার) সবুজবাগ থানায় কাজে যোগ দিয়েছি। এ ব্যাপারে তেমন কিছু জানি না। তবে এ বিষয়ে জেনে অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।

জানা যায়, র‌্যাব-৩ এর অভিযানে সম্প্রতি এলাকার মাদক সম্রাজ্ঞী মাফিয়া চুন্নী গ্রেফতারের পর বাসাবো ওহাব কলোনীর মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে নেয় চুন্নীর সহযোগী দালাল টুটুল, আলম গ্রুপের সন্ত্রাসীরা। এ কলোনীতে প্রতিদিন প্রায় ২ লাখ টাকার গাঁজা, ফেনসিডিল ও হেরোইন বিক্রি হয় বলে সংশ্লিষ্টরা জানায়। উত্তর বাসাবোর বাসিন্দারা জানান, মাফিয়া চুন্নীর অনুপস্থিতিতে স্থানীয় কালভার্ট রোডে গাঁজা আলম নতুন আস্তানা গেড়েছে। কোন সময় এ চক্রের কেউ ধরা পড়লে দালাল টুটুল অনায়াসেই থানা থেকে তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে আসে।

স্থানীয় মাদক ব্যবসায়ী, সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের হাত থেকে রক্ষা করতে সরকারের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন এলাকাবাসী।

চট্টগ্রামে বেপরোয়া হয়ে উঠছে

মলম ও অজ্ঞান পার্টির সদস্যরা

রফিকুল ইসলাম সেলিম : চট্টগ্রামে ফের বেপরোয়া হয়েছে মলম ও অজ্ঞান পার্টির সদস্যরা। তাদের খপ্পরে পড়ে প্রতিনিয়ত লোকজন সর্বস্ব হারাচ্ছে। অন্যদিকে নগরীর বিভিন্ন পয়েন্টে নিয়মিত ছোট বড় ছিনতাইয়ের ঘটনাও ঘটছে। অজ্ঞান ও মলম পার্টির কবলে পড়ে কারো প্রাণ যাচ্ছে, কেউ জীবনের তরে হারাচ্ছেন দৃষ্টিশক্তি। চলতি বছরের শুরুতে সাঁড়াশি অভিযানে ধরা পড়ে ওই সব ভয়ঙ্কর অপরাধী চক্রের অর্ধশতাধিক সদস্য। তাদের মধ্যে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ২৫ জন বের হয়ে গেছে। জামিনে বের হয়ে তারা আবার বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।গত কয়েক দিনে তাদের কবলে পড়ে অন্তত ১৫ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। খুন হয়েছে একজন। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগের একজন চিকিৎসক জানান, হঠাৎ করে মলম পার্টি এবং অজ্ঞান পার্টির শিকার রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। প্রতিদিনই মহানগর বা জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বেশ কয়েক জন করে রোগী আসছে। অচেতন অবস্থায় যারা আসছে তারা দুই তিন দিনের মধ্যে সেরে উঠলেও মলম আক্রান্তরা দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকছে। তাদের অনেকের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এসব ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে বলে ওই চিকিৎসক মন্তব্য করেন। হঠাৎ করে নগরীতে মলম পার্টি ও অজ্ঞান পার্টির তৎপরতা বেড়ে যাওয়ার ঘটনা স্বীকার করে নগর পুলিশের সহকারী কমিশনার (গোয়েন্দা) ওয়াহিদুল হক জানান, নগরীর কয়েকটি এলাকায় ইতোমধ্যে অনেকে তাদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন। মলম আর অজ্ঞান পার্টির অনেকে এখন সরাসরি ছিনতাই করছে বলেও খবর পাওয়া গেছে। কতজন জামিন পেয়ে বের হয়েছে তাদের তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। আর যারা মাঠে নেমেছে তাদের ধরতেও বিশেষ অভিযানে প্রস্তুতি চলছে। নিয়মিত অভিযানেও তাদের ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি)এর কোতোয়ালী জোনের সদ্য বিদায়ী সহকারী কমিশনার মোঃ বাবুল আক্তার জানান, চট্টগ্রাম মহানগরীর বিভিন্ন পয়েন্টে অজ্ঞান আর মলম পার্টির শতাধিক সদস্য রয়েছে। তারা বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে অপকর্ম করে আসছে। চলতি বছরের শুরুতে চারটি গ্রুপের প্রায় সব সদস্যকে আটক করা হয়। তখন এ ধরনের অপরাধ কিছুটা কমে আসে। সম্প্রতি তাদের তৎপরতা বেড়ে গেছে। কয়েক দিন নগরীর সিআরবি, নূর আহমদ সড়ক, জিইসি মোড়, নিউমার্কেট এলাকায় বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। চট্টেশ্বী রোডে সম্প্রতি খুন হয়েছে এক যুবক। তিনিও অজ্ঞানপার্টির কবলে পড়েন। চন্দনাইশ উপজেলার জাফরাবাদ গ্রামের বাসিন্দা বৈলতলী ইউনুস মার্কেটের কাপড় ব্যবসায়ী মোহাম্মদ জিন্না হোসেন (৬০) কাপড় কিনতে নগরীর রেয়াজুদ্দিন বাজারে যাওয়ার পথে অজ্ঞানপার্টির কবলে পড়েন। তাকে অজ্ঞান করে একটি মাইক্রোবাসে তুলে নেয় তারা। পরে তাকে অচেতন অবস্থায় নোয়াখালীর মাইজদীতে ফেলে যায় তারা। চারদিন পর সুস্থ হয়ে তিনি বাড়ি ফিরেন। নগরীর বাস টার্মিনাল, রেল স্টেশন, ব্যস্ততম মার্কেট বিপণী কেন্দ্র, ফুটপাত এমন কি চলন্ত বাস ট্রেনেও লোকজন অজ্ঞান আর মলম পার্টির কবলে পড়ছেন। ওয়ান ইলেভেনের পর এসব অপরাধীদের তৎপরতা হঠাৎ বেড়ে যায়। তখন পুলিশ ও র‌্যাব কর্মকর্তারা বলেছিলেন, জরুরী অবস্থা জারির পর সারা দেশে ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযানের ফলে বেকারত্ব বেড়ে যাওয়ায় এক শ্রেণীর লোক এ ধরনের অপরাধে নেমে পড়ে। এক পর্যায়ে ওই দুই পার্টির তৎপরতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। চলতি বছরের শুরুতে শুরু হয়ে সাঁড়াশি অভিযান। এ অভিযানে ধরা পড়ে অজ্ঞান আর মলম পার্টির অনেক সদস্য। তাদের উৎপাত রোধে নগরীর বাস টার্মিনালম রেল স্টেশন, ফুটপাত আর মার্কেটগুলোতে নেয়া হয় বিশেষ ব্যবস্থা। ফুটপাত থেকে উচ্ছেদ করা হয় কথিত চা শরবত ব্যবসার আড়ালে অজ্ঞান পার্টির সদস্যদের। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে পুলিশ প্রশাসনের

দুর্বলতায় তারা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। জামিনে বের হয়ে অনেকে দলবদ্ধ হয়ে আবার মাঠে নেমে পড়েছে। অজ্ঞান আর মলম পার্টি আবারও লোকজনের কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে উঠেছে। এসব অপরাধীদের জামিনে বের হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট আবদুস সাত্তার বলেন, মামলায় দুর্বল ধারার কারণে আসামীরা ছাড়া পাচ্ছে। এ ধরনের অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামুলি ছিনতাই বা দস্যুতার ধারায় মামলা দিলে তাদের আটকে রাখা যাবে না। তাছাড়া সঠিক পুলিশী তদন্তের অভাবে অভিযোগ দুর্বল হচ্ছে। আর তারাও জামিন পাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সিএমপির এসি ডিবি ওয়াহিদুল হক বলেন, যে সব আসামীকে মলম আর অজ্ঞান করার মালামালসহ গ্রেফতার করা হয় তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইন ও দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা হচ্ছে। এরপরও কিভাবে তারা দ্রুত জামিন পাচ্ছে তা অনুসন্ধান করা হচ্ছে। তবে আইনজীবীরা বলছেন, বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা হলে এত তাড়াতাড়ি জামিন হওয়ার কথা নয়।

মতিঝিলে ওয়ার্কার্স পার্টির উদ্যোগে নর্দমা পরিষ্কার কার্যক্রম শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পের আওতায় মতিঝিলের আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের সামনের নর্দমা থেকে শুরু করে গোটা এলাকার নর্দমা পরিষ্কারকরণ কাজের উদ্বোধন করেন এলাকার সংসদ সদস্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান মুর্শিদা আক্তার ডেইজীর তত্ত্বাবধানে গতকাল (শুক্রবার) সকাল ১০টায় ৯২ মতিঝিল থেকে ১১০ মতিঝিল এলাকায় নর্দমা পরিষ্কারকরণ কাজের উদ্বোধনকালে ওয়ার্কার্স পার্টির ঢাকা মহানগর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মোস্তফা আলমগীর রতন, নগর নেতা জাকির হোসেন রাজু, যুব মৈত্রীর নেতা বেলাল হোসেন বাঙালি, এমএম মিলটন, টিপু সুলতান, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য শাহানা ফেরদৌসী লাকী, সাবিকুন্নাহার শিউলি, সালেনুর মিলন, তাছলিমা আলমগীর, বিপুল সংখ্যক নারী ও পুরুষ ও পরিষ্কারকরণ কাজে অংশ গ্রহণ করেন। উদ্বোধনকালে মেনন বলেন, গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কাজের যথাযথ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে এলাকার পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে, যা স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটাবে।

পদ সৃষ্টি স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতির পদক্ষেপ নিন-বিসিএস শিক্ষা সমিতি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভা গতকাল (শুক্রবার) সকাল ১০.০০ টায় সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, মেহেরবা প্লাজা, ৩৩, তোপখানা রোড, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফাহিমা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মহাসচিব মোঃ মাসুমে রব্বানী খান, সাবেক সভাপতি প্রফেসর ইফতেখার আহমদ খান, সহ-সভাপতি প্রফেসর সিরাজউদ্দিন আহমেদ, আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার প্রমুখ।

সভায় বক্তাগণ বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে ব্যাচ ভিত্তিক পদোন্নতি প্রদান, অর্জিত ছুটি নিশ্চিতকরণ, ক্যাডারের পদ আপগ্রেড করা, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স-এ শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের অবস্থান নির্ধারণ, পদ সৃষ্টি ও পদ স্থায়ীকরণের জোর দাবী জানান।

তুরাগে বাস উল্টে আহত ২০

স্টাফ রিপোর্টার : সাভার ও আশুলিয়া থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে খাদে পড়ে গিয়ে গার্মেন্টস কর্মীসহ ২০ জন আহত হয়েছেন। আহতের ৭ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল বিকাল ৩টার দিকে রাজধানীর তুরাগ থানার কামাড়পাড়াস্থ এলাকায় উত্তরা-আশুলিয়া সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সুত্র ও পুলিশ জানায়, সাভার ও আশুলিয়া থেকে প্রায় ৩৫/৪০ জন যাত্রী ও গার্মেন্টস শ্রমিক নিয়ে বাসটি উত্তরার দিকে আসছিল। এ সময় হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল। তুরাগ থানা এলাকার কামাড়পাড়ায় আসার পর হঠাৎ চালক বাসের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এ সময় বাসটি উল্টে সড়কের পাশের খাদে গিয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেয়। দুর্ঘটনায় আহতদের ৭ জনকে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

রাশিচক্র

প্রফেসর হাওলাদার

০৪-০৭-০৯

মেষ ঃ সুনামহানিকর কিছু ঘটতে পারে। ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। প্রতিদ্বন্দ্বী আরও তৎপর থাকবে। স্বাস্থ্যের প্রতি অধিক যত্নবান হোন।

বৃষ ঃ পেশাগত কোন সমস্যা আপনাকে তাড়িত করতে পারে। শত্রু আরও সক্রিয় হতে পারে। দূরের যাত্রা শুভ। উপরস্থদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখুন।

মিথুন ঃ আপনার সিদ্ধান্তে স্থির থাকুন। কোন ঘটনা আপনার উদ্বেগ বাড়াতে পারে। অধীনস্থদের উপর নির্ভর করবেন না। বিপরীত লিঙ্গের আনুকূল্য পাবেন।

কর্কট ঃ কর্মস্থানে ব্যক্তিত্বের সংঘাত এড়িয়ে চলুন। আপসমূলক মনোভাব শুভ ফল প্রাপ্তিতে সহায়ক হবে। পাওনা আদায় সহজ হবে। রাজনৈতিক তৎপরতা শুভ।

সিংহ ঃ পাওনা আদায় সহজ হবে। আর্থিক যোগাযোগ শুভ। বন্ধুর দ্বারা অপ্রত্যাশিত ভাল ফল পাবেন। ভুল তথ্য আপনাকে বিব্রত করতে পারে।

কন্যা ঃ কেনাকাটায় লাভবান হবেন। অধীনস্থদের সামলাতে আপনাকে আরও কুশলী হতে হবে। জনসংযোগমূলক কাজে তৃপ্তি পাবেন। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ অশুভ।

তুলা ঃ স্বাস্থ্যের প্রতি অধিক যত্ন নেয়া প্রয়োজন। পেশাগত কোন সমস্যা দেখা দিতে পারে। সাহসের সাথে কুশলী হলে ঝামেলা এড়াতে পারবেন। বিনোদন শুভ হবে।

বৃশ্চিক ঃ পারিবারিক বিষয়ে মুরুব্বী স্থানীয় কেউ ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারে। আত্মীয় দর্শন শুভ। কোন বিষয় নিষ্পত্তিতে নতুন তথ্যটি আবার যাচাই করুন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতা পাবেন।

ধনু ঃ প্রতিদ্বন্দ্বী নতুন ছলচাতুরির আশ্রয় নিতে পারে। কোন বিষয়ে আপনি সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার 'অবস্থান' পরিবর্তন করুন।

মকর ঃ শত্রুরা অপ্রত্যাশিতভাবে কোন বিষয় দোষারোপ করতে পারে। আপস নিষ্পত্তির বিষয়টি পুনঃ বিবেচনা করুন। অধীনস্থ কেউ আপনার দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। নিকট যাত্রা শুভ।

কুম্ভ ঃ স্বাস্থ্যের অধিক যত্ন নিন। রোমান্স এড়িয়ে চলুন। আর্থিক ব্যাপারে আশাবাদী হতে পারেন। আপনার সততা প্রশংসিত হবে।

মীন ঃ কেনাকাটায়ও লাভবান হবেন। উপরস্থ/মুরুব্বীদের সাথে আপনার অকপটতা আপনার উন্নতিতে সহায়ক হবে। যাত্রা শুভ।

আবহাওয়া

ইউএনবি ঃ আজ সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আকাশ আংশিক মেঘলাসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। তবে রাজশাহী ও সিলেট বিভাগ এবং ঢাকা, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, যশোর ও কুষ্টিয়া অঞ্চলের কোথাও কোথাও অস্থায়ীভাবে দমকা থেকে ঝড়ো হাওয়াসহ হালকা কিংবা বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। যশোর, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা, পটুয়াখালি, রাজশাহী ও ঈশ্বরদী অঞ্চলে বয়ে যাওয়া তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকবে। দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল যশোরে ৩৮.৬ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল শ্রীমঙ্গলে ২৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ রাজধানীতে সূর্যাস্ত যাবে সন্ধ্যা ৬টা ২৭ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৫টা ২৪ মিনিটে। গতকাল ছয়টি বিভাগীয় শহরে তাপমাত্রা ছিল ঢাকায় সর্বোচ্চ ৩৪.৯ সর্বনিম্ন ২৭.৫, চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ ৩২.০ সর্বনিম্ন ২৫.৮, রাজশাহীতে সর্বোচ্চ ৩৬.২ সর্বনিম্ন ২৭.৩, খুলনায় সর্বোচ্চ ৩৫.৫ সর্বনিম্ন ২৭.৬, বরিশালে সর্বোচ্চ ৩৩.৫ সর্বনিম্ন ২৬.৪ এবং সিলেটে সর্বোচ্চ ৩৩.৮ সর্বনিম্ন ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবহাওয়া

ঢাকা	সর্বোচ্চ ৩৪.৯
	সর্বনিম্ন ২৭.৫
চট্টগ্রাম	সর্বোচ্চ ৩২.০
	সর্বনিম্ন ২৫.৮
রাজশাহী	সর্বোচ্চ ৩৬.২
	সর্বনিম্ন ২৭.৩
খুলনা	সর্বোচ্চ ৩৫.৫
	সর্বনিম্ন ২৭.৬
বরিশাল	সর্বোচ্চ ৩৩.৫
	সর্বনিম্ন ২৬.৪
সিলেট	সর্বোচ্চ ৩৩.৮
	সর্বনিম্ন ২৫.৮

সর্বোচ্চ : যশোরে ৩৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সর্বনিম্ন : শ্রীমঙ্গলে ২৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।